বাংলাদেশ
ও
জামায়াতে ইসলামী

প্রকাশনী বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

বাংলাদেশ
ও
জামায়াতে ইসলামী

প্রকাশনী বিভাগ : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৪, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—১

www.pathagar.com

প্রকাশক
অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম
৪, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—১

প্রকাশকাল
শাওয়াল ১৩৯৯ হিজরী
সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ খৃীষ্টাব্দ

মূল্য : দুই টাকা

মুদ্রণে
মনোরম মুদ্রায়ণ
২৪, শ্রীশদাস লেন, ঢাকা—১

BANGLADESH-O-JAMAAT-E-ISLAMI
Published by Prof. Mazharul Islam
4, Siddiqbazar, Dacca-1
PRICE : Taka Two only

www.pathagar.com

এ প্রবন্ধটি ১৯৭৯ সালের মে মাসের ২৫, ২৬ ও ২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মনীতি ও কার্যসূচী নামে পঠিত হয়।

প্রকাশক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী

ধর্মপরায়ণ বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে দুনিয়ার মানচিত্রে যে ভূখণ্ডটি বাংলাদেশ নামে পরিচিতি লাভ করেছে সে এলাকাটিতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই জনবসতি ছিল। এখানে দ্বীন ইসলামের আলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথেই প্রথম বিস্তার লাভ করে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ মুসলিমদের হাতে রাজনৈতিক প্রাধান্য আসে। এ জন্যই এ এলাকায় মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শুধু রাজনৈতিক শক্তির বলে এদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হয়নি।

দিল্লীতে শত শত বছর মুসলিম শাসকদের রাজধানী থাকা সত্ত্বেও চার পাশে বহুদূর পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা সব সময়ই কম ছিল। কিন্তু বাংলার মাটিতে মুসলিম শাসন শুরু হবার পূর্বেই বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনতা মুসলমান হয়। ইসলাম প্রচারক আরব বণিকদের প্রচেষ্টায় চাটগাঁ দিয়ে এ এলাকায় ইসলামের আলো পৌঁছে। স্থানীয় অধিবাসীরা ব্যবসায়ে লেন-দেনের সাথে সাথে তাদের নিকট মানবিক অধিকার ও মর্যাদার সন্ধান পেয়ে মুসলিম হওয়া শুরু করেছিল। এমন উর্বর জমির খোঁজ পেয়ে ইসলামের আলো নিয়ে বহু নিঃস্বার্থ মুবাল্লিগ এদেশে আগমন করেন। এভাবে নদী-মাতৃক বাংলায় ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই বখতিয়ার খিলজী ১২০১ সালে মাত্র ১৭ জন অগ্রগামী অশ্বারোহী সেনা নিয়ে গৌড়ে আগমন করলে, গৌড়ে রাজা লক্ষণ সেন বিনা যুদ্ধে পলায়ন করেন এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। বাংলার সাথে সাথে আসামের দিকেও যখন মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল তখন বর্তমান সিলেট অঞ্চলের রাজা গৌর গোবিন্দের মুসলিম বিরোধী চক্রান্তকে খতম করার জন্য হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রঃ) ৩৬০ জন মুজাহিদ নিয়ে এদেশে আসেন।

সুতরাং ইতিহাস থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, শাসকের ধর্ম হিসাবে এ এলাকায় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এবং মানুষের মত ইজ্জত নিয়ে বাঁচার তাগিদেই তারা মুসলমান হয়। এ কারণেই এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এত বেশী ইসলাম পরায়ণ। ধর্মের নামে শাসকদের অধর্মের ফলে বর্তমানে যুব শ্রেণীর একাংশে যে ধর্ম বিরোধী তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা সাময়িক এবং তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক

আল্লাহ্ পাকই সমস্ত পৃথিবীর স্রষ্টা। আমরা তাঁর দাসত্ব কবুল করে মুসলিম (অনুগত) হিসাবে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি। মুসলিমের দৃষ্টিতে আল্লার গোটা দুনিয়াই তাঁর বাসভূমি। কিন্তু আমাদের মহান স্রষ্টা যে দেশে আমাদেরকে পয়দা করলেন সে দেশের সাথে স্বাভাবিক কারণেই আমরা বিশেষ ধরনের এক গভীর সম্পর্ক অনুভব করি। কারণ আমরা ইচ্ছে করে এদেশে পয়দা হইনি। আমাদের দয়াময় প্রভু নিজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এদেশে পয়দা করেছেন। তাই আমাদের স্রষ্টা আমাদেরকে এদেশে পয়দা করাই যখন পছন্দ করেছেন তখন এদেশের প্রতি আমাদের মহব্বত অন্য সব দেশ থেকে বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

মানুষ যে দেশের আবহাওয়ায় শৈশব থেকে যৌবন কাল পর্যন্ত গড়ে উঠে সে দেশের প্রকৃতির সাথে তার গভীর আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। শিশু অবচেতন ভাবেই যেমন তার মাকে ভালবাসে তেমনি জন্মভূমির ভালবাসাও মানব মনে স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হয়। তাই জন্মভূমিতেই মানুষ Natural Citizen (স্বভাবগত নাগরিক) হিসাবে গণ্য হয়। জন্মগত নাগরিকের দেশ-প্রেম স্বভাবজাত বলে এটা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন ছাড়াই তাকে নাগরিক বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু এক দেশের অধিবাসী অন্য দেশে গিয়ে তার দেশ প্রেমের প্রমাণ না দেয়া পর্যন্ত তাকে নাগরিক গণ্য করা হয় না।

যারা এদেশেই পয়দা হয়েছে তাদের সবার মধ্যেই দেশ-প্রেম প্রকৃতিগত ভাবেই আছে। এ দেশ-প্রেমকে সঠিক ভাবে বিকশিত করা ও সচেতন ভাবে জাগ্রত করার অভাবে মানুষে মানুষে এর গভীরতার পার্থক্য হতে পারে। তাই সব দেশেই নাগরিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চলে। দেশ-প্রেমের এ চেতনা প্রকৃত মুসলিম জীবনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহ তাকে যে দেশে পয়দা করেছেন সে দেশের প্রতি গভীর কর্তব্য বোধ অন্যের চেয়ে সচেতন মুসলিমের মধ্যে বেশী হওয়াই উচিত। প্রত্যেক নবী যে দেশে পয়দা হয়েছেন সে দেশেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। বাধ্য না হলে কোন নবীই দেশত্যাগ করেননি।

এ সব অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে আমাদের জন্মভূমি হিসাবে বাংলাদেশের সাথে আমাদের গভীর ভালবাসার সম্পর্ক অত্যন্ত সজাগ ও সতেজ থাকতে হবে। আল্লার জমীনে আল্লার দ্বীন কায়েম করাই আমাদের পার্থিব প্রধান কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জমীন হলো জন্মভূমি। জন্মভূমিতে এ কর্তব্য পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য দেশে হিজরাত করাও জায়েজ নয়। নবীগণও আল্লার নির্দেশ ব্যতীত হিজরাত করেননি। হযরত ইউনুস (আঃ) নির্দেশের পূর্বেই হিজরাত করায় আল্লাহ পাক তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু সত্যিকার মুসলিমের ভালবাসা তাঁর জন্মভূমির ক্ষুদ্র এলাকায় এমন সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না যে, অন্যান্য দেশকে সে ঘৃণা করবে। আল্লার দ্বীনকে বিজয়ী করাই তাঁর পার্থিব জীবনের প্রধানতম কর্তব্য। এ কর্তব্যের তাগিদে তাঁর জন্মভূমিতে দ্বীন কায়েম করার সাথে সাথে গোটা মানব সমাজে ইসলামের শান্তিময় জীবন-বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে হবে। এ দায়িত্ববোধ তাকে শুধু দেশ প্রেমিক হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না—তাঁকে বিশ্ব-প্রেমিক হতে বাধ্য করে। আল্লার রাসূলই মুসলিম জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বিশ্বনবীর জীবনে আমরা-দেশ প্রেমের যে নমুনা দেখতে পাই তা আমাদের চিরন্তন দিশারী। তিনি তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে আল্লার রচিত জীবন-বিধান কায়েমের চেষ্টা করেন। চরম বিরোধীতার ফলে আল্লার নির্দেশ তিনি মদীনায় হিজরাত করেন এবং সেখান থেকে দ্বীনের বিজয়কে সম্প্রসারিত করে আবার জন্মভূমিতেই তা কায়েম করেন। তিনি "ইকামাতে দ্বীনের" এ দায়িত্ব বোধ সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে এমন তীব্রভাবে জাগ্রত করেন যার ফলে তার অনুসারিগণ সারা দুনিয়ায় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন।

বাংলাদেশের জনগণের সাথে আমাদের সম্বন্ধ

এক মায়ের সন্তানদের মধ্যে যেমন একটা বিশেষ ভ্রাতৃত্ববোধ জন্ম নেয় তেমনি এক দেশে জন্ম লাভের দরুনও দেশবাসীর মধ্যে পারস্পরিক একটা সসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে একই ভৌগোলিক এলাকার অধিবাসী বিদেশে একে অপরকে ভাইয়ের মতো আপন মনে করে। ভাষার ঐক্য তাদেরকে আরও আপন করে নেয়। এর সাথে ধর্মের ঐক্য থাকলে এ সম্পর্ক আরও গভীর হয়। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি মিলে এক দেশের অধিবাসীরা অন্য দেশের মানুষ থেকে ভিন্নতর এক ঐক্যবোধ নিজেদের মধ্যে অনুভব করে। মা-কে কেন্দ্র করে যেমন পারিবারিক ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে তেমনি জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে দেশ ভিত্তিক জাতীয়তা বোধ জন্মে। তাই নিজ দেশের সকল মানুষই অন্য দেশের মানুষের তুলনায় অধিকতর আপন মনে হয়।

বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয় প্রায় আট কোটি লোক বসবাস করে। বাংলাদেশী হিসাবে সবার সাথেই আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক থাকতে হবে। আমাদের দেশের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় আমরা সমান অংশীদার। ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী আমাদের ভাই-বোন। সবার কল্যাণের সাথেই আমাদের মংগল জড়িত। এদেশে আমরা যে আদর্শ কায়েম করতে চাই এর আহবান সবার নিকটই পেঁাছাতে হবে। আমাদের সবারই স্রষ্টা আল্লাহ। তার দেয়া আদর্শ অমুসলিমদের মধ্যে

www.pathagar.com

পৌঁছান আমাদেরই কর্তব্য। আল্লার সৃষ্ট সূর্য, চন্দ্র, আলো, বাতাস ইত্যাদি আমরা যেমন সমভাবে ভোগ করছি আল্লার দ্বীনের মহা নেয়ামতও আমাদের সবার প্রাপ্য। বংশগতভাবে মুসলিম হবার দাবীদার হওয়ার দরুন আল্লার দ্বীনকে আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব সম্পদ মনে করা উচিত নয়। অমুসলিম ভাইদেরও যে তাদের স্বার্থেই দ্বীন ইসলামকে জানা প্রয়োজন এবং গ্রহণযোগ্য কিনা বিবেচনা করা কর্তব্য সে বিষয়ে আমাদের দেশীয় ভাই হিসাবে তাদেরকে মহব্বতের সাথে একথা বুঝানো আমাদের বিরাট দায়িত্ব ও দ্বীনী কর্তব্য।

আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) ও আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-র সন্তান হিসাবে তো সকল মানুষই সবার ভাই-বোন। গোটা মানব জাতিকেই সে হিসাবে ভালবাসা কর্তব্য। বিশ্বনবী মানবতার ভালবাসাই বাস্তবে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিন্তু নিজের দেশের অধিবাসী হিসাবে বাংলাদেশের অমুসলিমগণ বিশেষভাবে আমাদের ভালবাসার পাত্র।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম কোন বিভেদ সৃষ্টি করা মহা অন্যায়। ভাষা, বর্ণ, দেশ, পেশা, ধনী বা গরীব হওয়া ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করা আল্লার নিকট মহা পাপ। আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই দুটো শ্রেণীকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কোরআন পাকে বহুস্থানে তাদের পরিচয় পাশাপাশি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। একটি শ্রেণী হল আল্লার দাস, রাসূলের অনুসারী, সচ্চরিত্র, ন্যায়পরায়ণ এবং মানবীয় সৎ গুনাবলীর অধিকারী; অপরটি হল নাফস্ (প্রবৃত্তি) ও শয়তানের দাস এবং খোদাদ্রোহী ও জালেম। এ উভয় শ্রেণীর মধ্যে সব ভাষা, বর্ণ, দেশ ও পেশার আদম সন্তানই রয়েছে। দুনিয়ার সব ভাল মানুষ এক শ্রেণীর আর দুষ্টরা ভিন্ন শ্রেণীর। সে হিসাবে বাংলাদেশেও সৎ লোকগণ আমাদের বেশী আপন বটে, কিন্তু অন্যদেরকে ঘৃণা করাও নিষেধ। তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করাও আমাদেরই কর্তব্য।

এক হিসাবে সমস্ত মানুষই বিশ্বনবীর উম্মত। নবীর উপর যে জনপদের মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবার দায়িত্ব অর্পিত হয় সে সব মানুষই নবীর উম্মত। তাই সমস্ত মানুষই বিশ্বনবীর উম্মত। কিন্তু উম্মত হলেও তারা দু শ্রেণীতে বিভক্ত। যারা নবীর দাওয়াত কবুল করে তার অনুসারী হয় তারা "উম্মত বিল ইজাবাত" (যারা দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে) আর বাকী সবাই "উম্মত বিদ-দাওয়াত" (যাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছাতে হবে)। বাংলাদেশের অমুসলিমদের "উম্মত বিদ-দাওয়াত" বিবেচনা করে আমাদেরকে তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে।

সুতরাং বাংলাদেশের সব মানুষকেই আমরা আল্লার মহান সৃষ্টি হিসাবে স্বাভাবিকভাবে ভালবাসব। এ ভালবাসা শুধু তাদেরকে দ্বীন ও ঈমানের

www.pathagar.com

দিকে আনার জন্যই নয়। এদেশে মানুষ এত অভাবী যে, মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার উপযোগী সম্বলও অর্ধেক লোকের নেই। পুষ্টির অভাবে অর্ধেকের বেশী শিশু এবং বয়স্ক লোক দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। সুচিকিৎসার সুযোগ অধিকাংশেরই নেই। মাথা গুঁজবার মতো একটু নিজস্ব ঠাঁই শতকরা ২৫ জনেরই নেই। শিক্ষার আলো অতি সীমিত। যে দেশের অর্ধেক লোক ভাত কাপড়ের অভাবে জীর্ণ সে দেশের অধিবাসী হয়ে আমাদের মনে যদি তীব্র বেদনাবোধ না জাগে তাহলে রাসূলের প্রতি আমাদের মহব্বতের দাবী অর্থহীন। এদেশের মানুষকে বস্তুগত ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই উন্নত করতে হবে। হাদীসে আছে, দারিদ্র মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। অবশ্য অর্থও অনর্থের মূল বটে, কিন্তু মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা না হলে ঈমান বাঁচবে কি করে ?

ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য এ মমত্ববোধ ও দরদ না থাকলে আল্লার নবীর আদর্শের খেতমত কখনও সম্ভবপর নয়। জনগণের জন্য এ দরদী মনেরই দেশে সবচেয়ে বড় অভাব। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের মধ্যেও যদি এ অভাব থাকে তাহলে আর যাই হোক জনগণের খেদমত করার সত্যিকার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে না।

বাংলাদেশের পটভুমি ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ

পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের কুশাসন, ইসলামের নামে অনৈসলামী কার্যকলাপ, গণবিরোধী নীতি ও রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধানের অপচেষ্টার ফলে এদেশের জনগণের মধ্যে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সে সুযোগে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের বাহকগণ বাংলাদেশ আন্দোলনকে এমন খাতে পরিচালনার ব্যবস্থা করে যার ফলে এদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশে দ্বীন-ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতই নিছক পূজাপাঠ জাতীয় এবং ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ ধর্মে পরিণত করার অপচেষ্টা চলে। 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উৎখাত করা হয়। পত্র-পত্রিকায় দাউদ হায়দার জাতীয় ধর্মদ্রোহীদের লেখা ও কবিতায় মুসলমানদের প্রাণাধিক প্রিয় নবী (ছঃ) সম্পর্কে চরম আপত্তিকর কথা পর্যন্ত প্রকাশ পায়।

বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান তখন এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তারা এ কঠিন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এ ভাবেই মুসলীম চেতনাবোধ অনৈসলামী শক্তির বিরুদ্ধে দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭৫-এর আগষ্টের বিপ্লব এবং এই নভেম্বরের সিপাহী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত ইসলামী জাগরণ বাংলাদেশের আদর্শিক পটভূমিকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়। এরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে চরম ধর্ম বিরোধী

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্রের ধর্মমুখী সংশোধন চলতে থাকে। বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি যে ভাবেই রচনা করার চেষ্টা হোক না কেন, বর্তমানে ইসলামের নৈতিক শক্তি এতটা মজবুত যে, মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের মুসলিম জনতা এখন আর অবহেলার পাত্র নয়। ইসলামের ভবিষ্যত অন্য কোন মুসলিম দেশ থেকে এখানে যে কম উজ্জ্বল নয় একথা ক্রমে সুস্পষ্ট হচ্ছে। সরকারী পর্যায়ে ইসলামের যে অবস্থাই থাকুক, এদেশের কোটী কোটী মুসলিমের সামগ্রিক চেতনায় ইসলামের প্রভাব ক্রমেই যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

১৯৭০ সালে জনগণ যাদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিলেন তাদেরকে গণ অধিকার আদায়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম জাতীয়তার উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়নি। সুতরাং যখন জনগণ দেখল যে, তাদের অধিকার আগের চেয়েও খর্ব করা হয়েছে এবং জনসাধারণকে সরকারের গোলামে পরিণত করা হচ্ছে, এমন কি মুসলিম জাতীয়তাবোধকে পর্যন্ত ধ্বংস করা হচ্ছে তখন সবাই চরম নৈরাশ্য ও ভীষণ অস্থিরতা বোধ করল। এরই ফলে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট দেশের প্রেসিডেন্ট হত্যার মতো ঘটনার দিনটিকে জনগণ এত উৎসাহের সাথে মুক্তির দিন হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির মজবুত ভিত্তি

আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলাম নিজস্ব গতিতে প্রথম যুগেই আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সমুদ্র পথে এদেশে পেঁৗছে। এর পর যুগে যুগে মুবাল্লিগ, অলী ও দরবেশগণের আদর্শজীবন এদেশের জনগণকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। রাজ্য বিজয়ীদের চেষ্টায় এদেশে ইসলাম আসেনি; বরং ইসলামের প্রসারের ফলেই এখানে মুসলিম শাসনের পত্তন হয়।

একথা সত্য যে, দ্বীন ইসলামের সঠিক ও ব্যাপক জ্ঞানের অভাবে এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে তাদের অমুসলিম পূর্ব-পুরুষদের অনেক কুসংস্কার, ভন্ড পীর ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের চালু করা শিরক-বিদয়াত, প্রতিবেশী অন্যান্য ধর্মের কতক পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি বিভিন্নরূপে কম-বেশী চালু রয়েছে। কিন্তু এ দেশের অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, নবীর প্রতি মুহাব্বত এবং মুসলিম হিসাবে জাতীয় চেতনা বোধ এমন প্রবল রয়েছে যে, সকল রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যেও কোন কালেই তা হারিয়ে যায়নি। বাংলাদেশ আন্দোলনের রাজনৈতিক তুফানে মুসলিম জাতীয়তাবোধ খতম হয়ে গেছে বলে সাময়িক ভাবে ধারণা সৃষ্টি হলেও এদেশের মুসলিম জনতা এর পরপরই ঐ চেতনার বলিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছে।

www.pathagar.com

একথা যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে যে, এদেশের জনগণ মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভাবপ্রবণ হবার ফলে কখনও কখনও রাজনৈতিক গোলক ধাঁধাঁয় সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত হতে পারে বা ভুল করতে পারে। কিন্তু সচেতনভাবে কখনও ইসলামী চেতনাবোধ ও মুসলিম জাতীয়তাবোধকে তাদের জীবন থেকে মুছে ফেলতে দেয়নি। বাংগালী জাতীয়তাবাদের মহা প্লাবন এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার সরকারী অপচেষ্টা এ দেশের মুসলিম জাতীয়তাবোধের নিকট যে ভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে তা বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির মজবুত ভিত্তির সুস্পষ্ট সন্ধান দেয়।

বাংলাদেশ এখন আর বাংগালী জাতীয়তাবাদী দেশ নয়। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে গৌরব বোধ করে। বাংলাদেশ ইসলামী সেক্রেটারীয়েটের মতো 'বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্র সংঘের' উল্লেখযোগ্য সদস্য হিসাবে প্রত্যেক ইসলামী পররাষ্ট্র সম্মেলনে উৎসাহের সাথে যোগদান করে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের কলংক স্বরূপ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে যে 'ধর্ম নিরপেক্ষবাদের' উল্লেখ ছিল দেশবাসীর ইসলামী চেতনাবোধ তা বরদাস্ত করেনি। সুতরাং বাংলাদেশের ইসলামী শক্তির ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ

বাংলাদেশ তার জন্মের পর থেকে এমন একটি রাজনৈতিক দলের শাসনাধীনে আসে, যে দলটি নেতিবাচক আন্দোলন করে জনগণের মধ্যে সার্থক বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও দেশ পরিচালনার যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী তৈরী করতে সক্ষম হননি। বাংগালী জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্রের শ্লোগান অবশ্যই তারা সম্বল করেছিলেন। কিন্তু এ দুটোর ভিত্তিতে আন্দোলনের কোন আদর্শিক রূপ দেননি। যে কোন দলের আদর্শিক ভিত্তি এবং ঐ আদর্শের চরিত্র ভিত্তিক সংগঠন ব্যতীত সে দলের সংগঠনে চরিত্রবান লোক স্থান পায় না। হুজুগে মেজাজ ও হাংগামাকারী ব্যক্তিত্বই এ ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনে নেতৃত্ব পায়। কিন্তু হৈ-হাংগামা করে বিরোধী শক্তিকে দমন করে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হলেও সুস্থির মস্তিষ্কের একদল নেতা ও সুশৃংখল কর্মী বাহিনী ব্যতীত একটি নতুন দেশ গড়া তো দূরের কথা, একটি চালু দেশকে শাসন করাও সম্ভব হয় না।

এ কারণেই বাংলাদেশে অরাজকতার বন্যা বয়ে গেল এবং এ বন্যা রোধ করার জন্য একদলীয় কঠোর শাসনের পথে তাদেরকে অগ্রসর হতে হল। পরিণামে ১৯৭৫ সালের আগষ্ট বিপ্লব ও ৭ই নভেম্বরে সিপাহী জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বাংলাদেশের ভবিষ্যত শাসকদেরকে হুঁশিয়ার করে দিল যে, একনায়কত্ব, স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরতন্ত্র এদেশের মাটিতে স্থান পাবে না; দেশের

www.pathagar.com

সত্যিকার ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে এবং অবাধ জনমতের ভিত্তিতেই সরকার গঠন করতে হবে।

জনমতের এ শক্তির নিকট ক্রমেই ক্ষমতাসীনদেরকে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে। এর প্রথম পর্যায়ে একদলীয় শাসনের নীতি পরিহার করে ৭৬ সালে রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ দিতে হলো। পূর্বের অরাজকতা, নৈরাজ্য ও একদলীয় শাসনের এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল যে, রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অবিশ্বাস্যরূপে বেড়ে চলল। বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় দেশে দল পরিচালনার যোগ্য নেতার চেয়ে দলের সংখ্যাই এখনও বেশী আছে। রাজনৈতিক দল বিধি বাতিল হওয়ায় দলের সংখ্যা বাড়লেও এতে বাধা দেওয়া অনুচিত। কৃত্রিম বিধিনিষেধ দ্বারা এর সত্যিকার নিয়ন্ত্রণ হতে পারে না। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই প্রকৃত পক্ষে দলের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ যতটা উন্নত হবে ততটাই সুস্থ রাজনৈতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এটা প্রধানত ক্ষমতাসীন দলের উপরই নির্ভর করে। যদি তারা একনায়কত্বকেই বহাল রাখার অপচেষ্টা করেন তাহলে তাদের পতনের সাথে সাথে দেশও বিপন্ন হবে। আমাদের প্রিয় দেশটি ঐ ধরনের কোন সংকটের সম্মুখীন যাতে না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা গণতন্ত্রমনা সবারই বিশেষ দায়িত্ব।

ক্ষমতা দখলই যাদের চরম লক্ষ্য তারা জন কল্যাণের দোহাই দিলেও সব রকম অপকর্মই তাদের দ্বারা সম্ভব। তারা প্রকৃত পক্ষে জনগণকে ভালবাসে না, ক্ষমতা লাভের হাতিয়ার হিসাবে তাদেরকে ব্যবহার করে মাত্র। প্রয়োজন হলে তারা ক্ষমতা লাভের জন্য জনগণকে চরম বিপদের মুখেও ঠেলে দিতে পারে। অবশ্য জনগণ নিজেদের মংগলই সব সময় চায়। কিন্তু জন কল্যাণের মোহ সৃষ্টি করে জনমতকে সাময়িকভাবে এমন বিভ্রান্ত করাও সম্ভব হয়, যার পরিণামে জনগণ দীর্ঘস্থায়ী চরম বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয়। তাই এ বিষয়ে বলিষ্ঠ জনমত সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে সংগ্রামী জনতাকে এ ধরনের যাবতীয় রাজনৈতিক সংকট থেকে আত্মরক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। একথা দেশবাসীকে বুঝতে হবে যে, মুক্ত বুদ্ধি ও সুস্থ যুক্তি দ্বারা জন সমর্থন চায় তাদেরকেই সমর্থন করা নিরাপদ। আর যারা গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করতে চায় তারা আর যাই হোক জনগণের কল্যাণকামী নয়।

যারা শক্তি প্রয়োগের হুমকী ও অস্ত্রের রাজনীতি করতে চায় তারা গণ-তন্ত্রকে ভয় পায়। বাংলাদেশে এ ধরনের মনোবৃত্তি যাদের আছে তাদেরকে গণ-দুশমন হিসাবে চিনবার যোগ্যতা জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করা গনতন্ত্রে বিশ্বাসীদেরই দায়িত্ব। প্রতিপক্ষকে ধমক দিয়ে পরাজিত করার চেষ্টা,

www.pathagar.com

অন্যান্য দলকে সস্তা গালি দিয়ে বাজিমাত করার নীতি এবং অভদ্র ও অশালীন ভাষায় অপর পক্ষকে ঘায়েল করার যে পরিবেশ বাংলাদেশে আছে তার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। সরকারী দল যদি সহনশীলতার পরিচয় দিতে পারেন তাহলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করা সহজ হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক

বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন তাঁদের সবাইকে আমরা এ কারণেই শ্রদ্ধা করি যে, তাঁরাও দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন, দেশকে উন্নত করতে চান, দেশের সমস্যাগুলোর সমাধানে আগ্রহী এবং জনগণের কল্যাণকামী। তাঁরা শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নন, গোটা দেশের ভাল-মন্দ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। এ ধরনের লোকদের সঠিক প্রচেষ্টায়ই একটি দেশ সত্যিকার উন্নতি লাভ করতে পারে। যারা দেশ গড়ার চিন্তাই করে না, কেবল আত্ম-প্রতিষ্ঠায়ই ব্যস্ত তারা দেশের সম্পদ নয়, তারা দেশের আপদ। কিন্তু যারা শুধু আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই রাজনীতি করেন তারা দেশের কলংক। আর যারা দৈহিক শক্তি বা অস্ত্র শক্তির বলে জনগণের উপর শাসক সেজে বসতে চায় তারা দেশের ডাকাত।

সব রকম রাজনৈতিক দলের প্রতি সম্মান বোধ সত্ত্বেও সবার সাথে আমাদের সমান সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন মানদণ্ডে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

১। যে সব দল ইসলামকে দলীয় আদর্শ হিসাবে স্বীকার করেন।

২। যে সব দল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী।

৩। যে সব দল সমাজতন্ত্রের আদর্শে দেশ গড়তে চান।

আমরা যেহেতু ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সেহেতু প্রথম শ্রেণীভুক্ত দল-গুলোর সাথে আমাদের আদর্শিক সম্পর্কের দরুন তাদের সংগে আমাদের নিম্নরূপ সম্বন্ধ বজায় রাখতে হবেঃ

(ক) ইসলাম বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে তাদের কারো উপর হামলা হলে আমরা ন্যায়ের খাতিরে তাদের পক্ষে থাকব ও হামলা প্রতিহত করতে সাহায্য করব।

(খ) ইসলামী দল হিসাবে যারা পরিচয় দেন তাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করব। এ সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই তাদেরকে দ্বীনী ভাই হিসাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেব।

(গ) ইসলামী দলের নেতা ও কর্মীদের জন্য যে সব বিশেষ গুণ অপরিহার্য সে বিষয়ে কোন দলের মধ্যে কোন কমী বা ত্রুটি দেখা গেলে মুহব্বতের সাথে সে বিষয়ে তাদেরকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভুল ধরিয়ে

www.pathagar.com

দেব। অনুরূপ ভাবে আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতার সাথে তা কাবুল করব।

(ঘ) কোন সময় যদি কোন ইসলাম পন্থী দল আমাদের বিরোধিতা করে তবুও আমরা তাদের বিরোধিতা করব না। প্রয়োজন হলে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় জওয়াব দেব।

(ঙ) নির্বাচনের সময় তাদের সাথে দরকার হলে মৈত্রীবদ্ধ হব।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় নম্বরে উল্লেখিত দলগুলোর সাথে আমরা নিম্নরূপ সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করব ঃ

(ক) যে সব রাজনৈতিক দল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে জীবনাদর্শ মনে করে না তাদের সাথেও আমরা কোন প্রকার শত্রুতার মনোভাব পোষণ করব না। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য মত ও পথ বাছাই করার স্বাধীনতা সবারই থাকা উচিত। আমরা তাদের মত ও পথকে ভুল মনে করলে যুক্তির মাধ্যমে শালীন ভাষায় অবশ্যই সমালোচনা করব।

(খ) তাদের কেউ আমাদের প্রতি অশোভন ভাষা প্রয়োগ করলেও আমরা আমাদের শালীনতার মান বজায় রেখেই জওয়াব দেব। গালির জওয়াবে আমরা কখনও গালি দেব না বা অন্যায় দোষারোপের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমরা ন্যায়ের সীমা লংঘন করব না।

(গ) দেশের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণে তাদের যে সব কাজকে আমরা মংগলজনক মনে করব সে সব ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহযোগিতা করব।

সরকারী দলের সাথে সম্পর্ক

দেশের স্বার্থ এবং জনগণের কল্যাণের নামে সরকার যা কিছু করেন তার সাথে সবাই একমত নাও হতে পারে। তা ছাড়া সরকার ভুল করছেন বলে আন্তরিকতার সাথেই কেউ অনুভব করতে পারে। তাই সরকার তাদের কার্যকলাপের সমালোচনাকে পরামর্শ হিসাবে যদি গ্রহণ করেন তাহলে দেশের মংগল হতে পারে। যারা অন্ধভাবে সব সময় সরকারকে সমর্থন করে তারা ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে তা করতে পারে। আর যারা সব ব্যাপারেই বিরোধিতা করে তারা বিরোধিতার জন্যই তা করে থাকে। আমরা এর কোনটাকেই গণতন্ত্রের সহায়ক ও দেশের জন্য কল্যাণকর মনে করি না।

সত্যিকার বিরোধী দলের আদর্শ ভূমিকাই আমরা পালন করতে চাই। সরকারের ভাল কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজের দোষ ও ভুল ধরিয়ে দেয়াই আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। সৎকাজে উৎসাহ দান ও অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা এ ভূমিকারই অংগ। বিরোধী দলীয় ভূমিকার নামে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা ও অগণতান্ত্রিক পন্থায় সরকারকে ক্ষমতা-

www.pathagar.com

চ্যুত করাকে আমরা জাতির সেবা মনে করি না। কিন্তু সরকার নিজেই যদি বিশৃংখলা সৃষ্টির পথ বেছে নেন বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জন সমর্থনের পরিবর্তে অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা আমরা কর্তব্য মনে করব এবং তখন দেশ ও জনগণের স্বার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা আমরা ফরজ মনে করব।

সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির নীতিমালা

যারা রাজনীতি করেন তাদের উপরই ভাল-মন্দ প্রধানত নির্ভরশীল। ভ্রান্ত রাজনীতি গোটা দেশকে বিপন্ন করতে পারে। ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জনগণের দুর্গতির কারণ হতে পারে। তাই সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে প্রতিযোগিতার এ দুনিয়ায় বাঞ্ছিত উন্নতির দিকে এগিয়ে নেবার ব্যাপারে আন্তরিকতা থাকলে সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষেই নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করা কর্তব্য ঃ

১। সকল রাজনৈতিক দলকেই নিষ্ঠার সাথে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আল্লার পরে জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।

২। গণতন্ত্রের এই প্রথম কথাকে স্বীকার করার প্রমাণ স্বরূপ নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা হাসিলের চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে।

৩। বাংলাদেশের সম্মান রক্ষা ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে এবং এর বিপরীত আচরণ সতর্কতার সাথে বর্জন করতে হবে। অগণতান্ত্রিক আচরণ দেশকে সহজেই দুনিয়ায় নিন্দনীয় বানায়। তাই দেশের সম্মান রক্ষার প্রধান দায়িত্ব সরকারী দলের।

৪। অভদ্র ভাষায় সমালোচনা করা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করা এবং দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করাকে রাজনৈতিক গুণ্ডামী ও লুটতরাজ মনে করে ঘৃণা করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থে লুটতরাজ ও গুণ্ডামী করাকে সবাই অন্যায় মনে করে। কিন্তু এক শ্রেণীর ভ্রান্ত মতবাদ রাজনৈতিক ময়দানে এসব জঘন্য কাজকেই বলিষ্ঠ নীতি হিসাবে ঘোষণা করে। এ ধরনের কার্যকলাপের প্রশ্রয় দাতাদেরকে গণতন্ত্রের দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।

৫। সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা দলকে স্বাধীনতার শত্রু, দেশদ্রোহী, বিদেশের দালাল, দেশের দুশমন ইত্যাদি গালি দেয়াকে রাজনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। সবাই যদি আমরা একে অপরকে এ গালি দিতে থাকি তাহলে দুনিয়াবাসীকে এ ধারণাই দেয়া হবে যে, এ দেশের সবই কারো না কারো দালাল। এমন দেশের কোন মর্যাদাই দুনিয়ায় স্বীকৃত হতে পারে না।

উপরোক্ত নীতিমালার বাস্তবায়ন প্রধানত ক্ষমতাসীন দলের আচরণের

www.pathagar.com

উপর নির্ভরশীল। তাদের সহনশীলতা ও নিষ্ঠাই অন্যদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে। সরকারী দল ক্ষমতায় অন্যায়ভাবে টিকে থাকার উদ্দেশ্যে যদি এ নীতিমালা অমান্য করে তাহলে তাদের পরিণাম পূর্ববর্তী শাসকদের মতই হবে একথা তাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বেরই অন্যতম একটি রাষ্ট্র। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহের যাবতীয় সমস্যাই এখানে অত্যন্ত সজীবভাবেই বর্তমান ঃ

১। শাসনতান্ত্রিক স্থায়ী কাঠামো ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবই তৃতীয় বিশ্বের প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার কারণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হলেও সমস্যার প্রকৃত রূপ একই। শাসনতন্ত্র সেখানে একনায়কের খামখেয়ালীর খেলনা, আর সরকারী দল তার অনুগত দাস। ফলে সেখানে শাসনতন্ত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে নয় এবং রাজনৈতিক দল জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত অধিকারীও নয়। এরই ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব হয়। এবং পরিণামে সামরিক শাসন এসে নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। কারণ সামরিক শাসন কখনও রাজনৈতিক সমাধান নয়।

একথা দেশবাসীর মন-মগজে কায়েম হতে হবে যে, ব্যক্তি যত যোগ্য বা নিস্বার্থই হোক তাকে দেশের ভাগ্য বিধাতা হিসাবে মেনে নেয়া মারাত্মক ভুল। ব্যক্তি চিরজীবী নয় এবং ব্যক্তি ভুলের উর্দ্ধেও নয়। এ ধরনের দায়িত্বের অধিকারী ব্যক্তির একার ভুলে একটি দেশের বিপর্যয় হয় এবং গোটা জাতির স্বার্থ বিপন্ন হয়। অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এর জলন্ত সাক্ষী। তা ছাড়া সর্ব ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু হলে গোটা দেশ চরম শাসনতান্ত্রিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

তাই কোন দেশের স্থায়ী কল্যাণের জন্য একটি স্থায়ী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো থাকা অপরিহার্য। দেশের সকলের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নতি এবং দেশের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এরই উপর প্রধানত নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সব দেশে সব কালেই স্বীকৃত। কিন্তু জাতির ভাগ্য কোন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া আত্মহত্যার শামিল। শাসক আজ আসবে, কাল স্বাভাবিক মানবিক কারণেই চলে যাবে। কিন্তু দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে স্থায়ী বিধি ব্যবস্থা না থাকলে যিনিই ক্ষমতায় আসবেন তিনি তার মরজী মতো শাসনতন্ত্রকে যখন খুশী রদবদল করবেন। কোন স্বাধীন দেশের নাগরিকদের জন্য এর চেয়ে অপমানকর কোন কথা আর হতে পারে না। এ অবস্থায় জাতীয় মর্যাদা বোধই বিনষ্ট হয়।

সুতরাং যে সব রাজনৈতিক দল গত নির্বাচনে জাতীয় সংসদে আসন

www.pathagar.com

পেয়েছেন তাদের নেতৃস্থানীয়দের এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। তাদেরকে সর্বসম্মতভাবে শাসনতন্ত্রের মূল রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। যদি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সম্ভব না হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের মতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে গণভোটের মাধ্যমে জাতীয় সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে।

২। নৈতিক অবক্ষয়

দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা হলো নৈতিক অবক্ষয়। মানুষ নৈতিক জীব। বিবেকসম্পন্ন জীব হিসাবে ভাল-মন্দের ধারণা থেকে কোন মানুষ মুক্ত থাকতে পারে না। যে জাতির অধিকাংশ লোক মন্দ জেনেও ইচ্ছে করে তাতে লিপ্ত হয় সে জাতির জীবনে কোন ক্ষেত্রেই শৃংখলা থাকতে পারে না। এমন জাতির মধ্যে কোন আইনই সঠিকভাবে জারী হতে পারে না। নৈতিকতা শূন্য সরকারী কর্মচারী জাতির ডাকাত স্বরূপ। প্রতিটি আইন তাদেরকে যোগ্যতার সাথে ডাকাতি করার ক্ষমতা যোগায়।

আমাদের দেশে আইন-আদালত, কোর্ট-কাচারী, থানা-পুলিশ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, উজীর-নাজীর, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ইত্যাদিকে আধুনিক যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় শক্তি সামর্থের অনেক বেশী অর্থ সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে। মানুষ বস্তু সর্বস্ব জীব নয় বলেই শুধু এসব দ্বারা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আকাংখিত শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না। মানুষ প্রকৃত পক্ষেই বিবেকবান নৈতিক সৃষ্টি। নৈতিকতা বোধই মনুষ্যত্ব। আর চরিত্রই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। তাই নৈতিক চেতনাই মানুষের আসল সত্তা। মানুষের দেহ-যন্ত্রের পরিচালক শক্তি যদি এ সত্তার হাতে তুলে দেয়া না হয় তাহলে সে পশুর চেয়েও অধম হতে পারে।

প্রত্যেক জাতিই তার বংশধরকে শৈশবকাল থেকেই নীতি বোধের ভিত্তিতে সুশৃংখল বানাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সব জাতির নীতি-বোধের ভিত্তি এক নয়। প্রত্যেক জাতি কতক মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জাতীয় নীতি-বোধের ধারণা লাভ করে। বাংলাদেশের শতকরা ৮৭ জনের মৌলিক বিশ্বাস হলো তৌহিদ, রেসালাত ও আখেরাত। সুতরাং এ দেশের জাতীয় নীতি-বোধ যদি এর ভিত্তিতে রচিত হয় তাহলে জাতীয় চরিত্র গঠনের কাজ ত্বরান্বিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি অন্য কোন ভিত্তি তালাশ করা হয় তাহলে প্রচলিত মৌলিক বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত সময় লেগে যাবে। এরপর নতুন ভিত্তি রচনা করে জাতির নৈতিক মান রচনা করার কাজে হাত দিতে হবে। এসব আত্মঘাতী পথে জেনে শুনে কোন বুদ্ধিমান জাতি যেতে পারে না।

www.pathagar.com

একটি কথা আমাদের শিক্ষিত সমাজকে গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সমাজে হাজারো দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাত সম্বন্ধে কোন না কোন মানের বিশ্বাস মুসলিমদের মধ্যে অবশ্যই আছে। হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কে জনগণের ধারণা মোটামুটি আছে। প্রবৃত্তির তাড়নায়, আপাতঃমধুর প্রলোভনে বা কুসংসর্গে মানুষ বিবেকের নৈতিক অনুভূতির বিরুদ্ধে কাজ করলেও সে নীতিবোধ থেকে বঞ্চিত নয়। বিবেকের দংশনই প্রমাণ করে যে, মানুষ নৈতিক জীব। দেহের অসংগত দাবীকে অগ্রাহ্য করে বিবেকের নির্দেশ পালনের জন্য যে নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন সে শিক্ষা ব্যতীত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যোগ্য দানব সৃষ্টি করতে পারে বটে, সুশৃংখল সৎ মানব গঠন করতে পারে না।

জাতির নৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত অন্যান্য দিকের উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্যায় পথে ধন-সম্পদ অর্জনের মনোবৃত্তি দমন করতে না পারলে সমাজ থেকে শোষণ উৎখ্যাত হবে কি করে? সরকারী আয়ের প্রতিটি উৎস পথে ঘুষখোর ও দুর্নীতি পরায়ণ লোক থাকলে দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা কি করে সম্ভব? সর্বস্তরে দেশে যে দুর্নীতি ব্যাপক আকারে বিরাজ করছে তা দূর করার ব্যবস্থা না হলে জনগণ কোন সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খেদমত পেতে পারে না। দুর্নীতির ফলে কর দাতা জনগণ মনিব হয়েও সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা শোষিত, নির্যাতিত ও অপমানিত।

৩। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব

তৃতীয় প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব। দেশে এমন ধরনের এক অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেয়েও নিকৃষ্ট। সমাজতন্ত্রের নামে কিছু শিল্প-কারখানাকে সরকারী পরিচালনাধীন করেই সুফল পাওয়া যেতে পারে না। বাংলাদেশে বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থা কোন পরিকল্পিত ব্যবস্থা নয়। 'অরাজকতা'ই এর একমাত্র পরিচয়।

কোন দেশের সুপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রথম ভিত্তিই হলো জনগণের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্য বিন্দুকে অর্জনের দৃঢ় সংকল্প। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য না হয় তাহলে দেশের উন্নয়নের নামে যাই করা হোক তা শোষণের হাতিয়ারেই পরিণত হয়। প্রতিটি মানুষের এসব মৌলিক প্রয়োজন পূরণই প্রকৃত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঠিক উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য ব্যতীত রাষ্ট্র ও সরকার মানব জীবনের জন্য অর্থহীন।

দুনিয়ার কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এ উদ্দেশ্য হাসিল করার দু

www.pathagar.com

প্রকার বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। (১) পশ্চিম ইউরোপীয় কল্যাণ-মূলক কয়েকটি রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক দলীয় একনায়কত্ব ছাড়াই ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায় ভিত্তিক বণ্টনের মাধ্যমে এ সমস্যার মোটামুটি সমাধান করেছে। অবশ্য পুঁজিবাদী সমাজের তুলনায় সেখানে সামাজিক নিরাপত্তা অধিকতর সন্তোষজনক হলেও শুধু অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই মানুষকে প্রয়োজনীয় সুখ ও শান্তি দিতে পারে না। তাই ঐ সব দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা এত বেশী। মানুষ পেট-সর্বস্ব জীব নয় যে, পেটে ভাত থাকলেই তার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। মানুষ বিবেক প্রধান জীব তাই তার রূহকে অশান্ত রেখে বস্তুগত দৈহিক প্রয়োজন পূরণ হলেই সে সুখী হয়ে যায় না। তবু ঐ কয়টি রাষ্ট্র যেটুকু করেছে তা অন্যসব দেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে মন্দের ভাল।

২। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশে মানুষের সকল প্রকার আজাদী হরণ করে যে অর্থ ব্যবস্থা চালু করেছে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটা বিবেচ্য। পুঁজিবাদী অর্থনীতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক গোলামী কায়েম করে আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নামে চরম ও স্থায়ী দাসত্বের প্রচলন করে।

আমাদের দেশে কোন্ ধরনের অর্থ ব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত সে বিষয়ে ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করে আমরা যদি রাজনৈতিক আজাদী ও অর্থ-নৈতিক মুক্তি এক সাথে পেতে চাই তাহলে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা গভীর অধ্যয়ন ও তুলনামূলক জ্ঞানের ভিত্তিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে দাবী করছি যে, আল্লার কোরআনে ও রাসূলের বাস্তব শিক্ষায় আধুনিক যুগের জন্যও একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের যে মজবুত বুনিয়াদ রয়েছে তাই এদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র ভার-সাম্যপূর্ণ সমাধান দিতে পারে। ডেনমার্ক ও নরওয়ের মত কয়েকটি দেশের অর্থ ব্যবস্থা এবং জাপানের কর্ম কুশলতা থেকেও আমরা অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা পেতে পারি যা ইসলামী বুনিয়াদের উপর এ দেশের উপযোগী কাঠামোতে বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

শুধু থিওরী বা মতবাদ দ্বারা বাস্তব সমাধান হয় না। সত্যিকারের সমা-ধানের জন্য দরদী মনের প্রয়োজন। যাদের অন্তর দেশের গরীবদের অবস্থা দেখে অস্থির হয় না, বিধবা ও বিবস্ত্র নারীকে কংকালসার ছেলেমেয়ে সহ শহরে-বন্দরে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে যাদের প্রাণ কাঁদে না, স্কুলে পড়ার বয়সের ছেলে-মেয়েদেরকে ইট ভাংগতে ও রাস্তায় কাগজ কুড়াতে দেখে যাদের মনে পিতৃস্নেহ জাগে না, তারা রাজনৈতিক শ্লোগান যতই দিক তাদের দ্বারা জনকল্যাণ সম্ভব নয়। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে দেশের দুর্গত মানুষের জন্য যে পর্যন্ত গভীর মমত্ব বোধ না

www.pathagar.com

জাগবে এবং ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে যে পর্যন্ত তাঁরা যথাসাধ্য জন সেবার অভ্যাস না করবে সে পর্যন্ত জাতির ভাগ্য উন্নয়নের পরিবেশই সৃষ্টি হবে না।

৪। উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা

চতুর্থ বড় সমস্যা হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার স্রোত চলছে লক্ষ্যহীনভাবে। শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবেকবান মানুষ গড়া। এরপর লক্ষ্য হওয়া উচিত জাতির প্রয়োজন পূরণের জন্য সুপরিকল্পিত শিক্ষা। আমরা দীর্ঘ কোর্সের ব্যয়বহুল এম, বি, বি, এস, ডাক্তার দিয়ে ৮ কোটি মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন ১৫০ বছরেও পূরণ করতে পারব না। এর জন্য গ্রামে থাকতে রাজী স্বল্প মেয়াদী কোর্সের বিরাট চিকিৎসক বাহিনী সৃষ্টি করতে হবে। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে ও অল্প খরচে এ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ ব্যয় করে আমরা দামী ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করছি। অথচ তাদেরকে কাজ দিতে পারি না বলে তারা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

কিশোর ও যুবকদের হাতকে উৎপাদনের যোগ্য বানাবার জন্য সংক্ষিপ্ত টেকনিকেল শিক্ষা ব্যাপক না করায় শিক্ষা দ্বারা বেকারের মিছিলকে বৃদ্ধিই করা হচ্ছে। কি করে দেশের সব হাতে কাজ তুলে দেয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে দেশের সব নারী-পুরুষকে বিভিন্ন কুটির শিল্পের শিক্ষা দিয়ে উৎপাদনী জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। আমাদের গরীব দেশের সম্পদ কি করে বাড়ান যায় সে শিক্ষার জন্য কলেজের মতো দালান, এমন কি হাই স্কুলের মতো ঘরও দরকার নেই। পশু পালন, হাস-মুরগী বৃদ্ধি, মাছের সস্তা চাষ, ফল-মূল শাক-শব্জি উৎপাদনের জ্ঞান নিরক্ষর লোকদের মধ্যেও বিতরণ করা সম্ভব। শিক্ষা বলতে শুধু স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই বুঝায় না। একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার জন্য সব নাগরিককে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাপক গণ-শিক্ষা প্রয়োজন।

৫। অবহেলিত মহিলা সমাজ

দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা মহিলাদের পশ্চাতে পড়ে থাকা। তাদের পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে বলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জনশক্তির অর্ধেক মহিলা—কিন্তু জাতীয় প্রাণ শক্তির বিচারে মহিলারা সমাজের বৃহত্তর সম্পদ। তাদেরকে হয় পুরুষের সেবক না হয় ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যারা ইসলামের অনুসারী তারাও নারীকে ঐ মর্যাদা ও অধিকার দিচ্ছে না যা কোরআন হাদীসে তাদের প্রাপ্য বলে ঘোষণা রয়েছে। ইসলামের নামে শুধু কর্তব্য টুকুই তাদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

মোহরের অধিকার, উত্তরাধিকারের অধিকার, খোলা তালাকের অধিকার, স্বামীর অবহেলা ও অবিচারের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার, যৌতুকের জুলুম থেকে বাঁচার অধিকার ইত্যাদি ভোগ করার সুযোগ তাদের কোথায় ? নারীর উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় মহিলা সমাজ জাতির অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে আছে। অথচ তারা জাতীয় উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে পারে।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, অপরদিকে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের নামে তাদেরকে পুরুষের সাথে একই কর্মক্ষেত্রে নিক্ষেপ করে সমাজের নৈতিক কাঠামো ও পারিবারিক পবিত্রতা ধ্বংস করা হচ্ছে। অথচ অবহেলিত গ্রাম্য মহিলাদেরকেও নারীদের উপযোগী প্রাথমিক চিকিৎসা, ধাত্রী-বিদ্যা, কুটির শিল্প, পশু পালন, ফল-মূল, তরি-তরকারী উৎপাদন ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে জাতির উন্নতির সহায়ক বানান যায়। দেশের শিশু শিক্ষার দায়িত্ব মায়েদের হাতে তুলে দেবার জন্য তাদের উপযোগী বিশেষ শিক্ষা না দিয়ে পুরুষের সাথে বসিয়ে একই ধরনের বিদ্যা শেখাবার অপচেষ্টা চলছে। সমাজের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নারীকে তার দৈহিক যোগ্যতা ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপযোগী কাজে লাগিয়ে সমাজের গাড়ী সচল করা অপরিহার্য। নারী ও পুরুষ এ গাড়ীর দুটো চাকা। এদের অবস্থান একত্র নয়, নিজ নিজ স্থানে তাদেরকে লাগাতে হবে। তবেই সমাজের গাড়ী সন্তোষজনক ভাবে চলতে পারে।

নারীর সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মায়ের দায়িত্ব পালন। মানব শিশুর মধ্যে মানবিক মহৎ গুণাবলী প্রধানতঃ মায়ের কাছ থেকেই অর্জন করা সম্ভব। এর জন্য মাতৃজাতিকে শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা কি দেশে আছে ? পরিবার পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্বও নারীরই উপর ন্যাস্ত। অথচ এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে গড়ে তুলবার ব্যবস্থাও নেই। স্বামী রোজগার করে পরিবার চালাবার জন্য উপযুক্ত স্ত্রীর হাতে টাকা তুলে দিলেই পারিবারিক ব্যবস্থা সুন্দরভাবে চলতে পারে। মা ও স্ত্রীর এ দুটো দায়িত্বকে অবহেলা করে নারী জাতির উন্নতির নামে পুরুষের করণীয় কাজে তাদেরকে নিয়োগ করা নারীত্বের চরম অবমাননা। ঐ দুটো দায়িত্বের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবার পরও সমাজ গঠন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে নারীর উপযোগী বহু কাজ রয়েছে যা নারীদের পক্ষেই অধিকতর যোগ্যতার সাথে করা সহজ। প্রাথমিক শিক্ষা, নারী চিকিৎসা, হস্ত-শিল্প এবং যে সব শিল্পে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয় না সে সব ক্ষেত্রে নারী-সমাজ যতটা খেদমত করতে পারে তার পূর্ণ সুযোগ অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে যাতে জাতি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

পাঁচটি বড় বড় সমস্যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে চিন্তার বিশেষ একটি ধারা সৃষ্টিই এখানে উদ্দেশ্য। এ সমস্যাগুলোর সমাধান একটি কথা দ্বারাই হয়ে যাবে না। আর এ সমস্যাগুলো একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্নও নয়। একই দেহে অনেক রোগের বিভিন্ন উপসর্গ দেখে প্রত্যেক রোগের পৃথক পৃথক চিকিৎসা যেমন অবাস্তব তেমনি দেশের এসব সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করে সত্যিকারভাবে সমাধান করা অসম্ভব। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নৈতিক উন্নয়ন, ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, মহিলাদেরকে জাতির উপযুক্ত খেদমতের যোগ্য বানান ইত্যাদি একই মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ হতে হবে। কোন একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তি ব্যতীত এধরনের সঠিক পরিকল্পনা অসম্ভব। আমরা এ উদ্দেশ্যেই ইসলামকে আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছি।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের পরিচিতি

১৯৭১ সাল থেকে যে ভূখণ্ডটি বাংলাদেশ নামে পৃথিবীর মানচিত্রে আসন লাভ করেছে সে এলাকাটি ১৯৪৭ সালে পূর্ব বংগ নাম ধারন করে এবং পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তান হিসাবে পরিচিত হয়। এ দেশটি তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশ থেকে আলাদা হবার পর থেকে বিপুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত হয়। শতকরা ৮৭ জন মুসলমানের বাসস্থান হিসেবে এ দেশটি বর্তমানে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ।

ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪১ সালে লাহোর শহরে "জামায়াতে ইসলামী" নামে যে বিপ্লবী ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয় তার ঢেউ ১৯৪৭ সাল পর্যন্তও এদেশে পেঁৗছেনি। ভারত বিভাগের পর বিহার ও ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে যে সব মুসলমান এ দেশে আসেন তাদের মধ্যে অল্প কিছু লোক ঐ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। তারা উর্দু ভাষী ছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের যে সামান্য পরিমাণ সাহিত্য এ দেশে পেঁৗছে তাও উর্দু ভাষায় ছিল। তখন এ দেশে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমই একমাত্র বাংলাভাষী ছিলেন যিনি জামায়াতে ইসলামীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাওলানা রফী আহমাদ ইন্দোরী ১৯৪৮ সালের মে মাসে ঢাকায় এসে ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম প্রাদেশিক অফিস স্থাপন করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম শিক্ষকতা ত্যাগ করে জামায়াতের সাহিত্যকে বাংলায় অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর ৬ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল এ দেশে সফর করায় সর্বপ্রথম জিলা শহরগুলোর কিছু লোক জামায়াতের বিপ্লবী দাওয়াতের সামান্য পরিচয় লাভ করলেও,

www.pathagar.com

সংগঠনের অভাবে সত্যিকারভাবে তখনও কাজ শুরু হয়নি। উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য চৌধুরী আলী আহমাদ খান (মরহুম) ১৯৫৩ সালে এ দেশে জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাংগঠনিক কাঠামো কিছুটা মজবুত হবার পরই মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদীর এখানে সফরে এসে এ এলাকাবাসীর নিকট ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু একাধারে কয়েক বছর পর্যন্ত জেলে আটক থাকায় ১৯৫৬ সালের পূর্বে এ বিরাট ইসলামী চিন্তা নায়কের এ দেশে আসা সম্ভবপরই হয়নি।

১৯৫৬ সালের প্রথম ভাগে তিনি এ দেশে ৪০ দিন ব্যাপক সফর করে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত সর্বপ্রথম জনগণের নিকট পেশ করেন। প্রতিটি জনসভা ও সুধী সমাবেশে তিনি ইসলামী আন্দোলনের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে হলেও পেশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বর্জন করার আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করায় মাওলানা মাওদুদীকেও মন্দের ভাল হিসেবে ঐ শাসনতন্ত্রের পক্ষে কথা বলতে হয়। ইসলামী ও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দীর্ঘ সংগ্রামের পর ঐ শাসনতন্ত্রে গণ-দাবীর যেটুকু হাসিল করা সম্ভব হয়েছিল সেটুকু গ্রহণ করে শাসনতন্ত্রহীন অবস্থার অবসান ঘটিয়ে ক্রমে দেশকে আরও অগ্রসর করার আহ্বানই তিনি জানালেন। ফলে তাঁর ঐ প্রথম সফরটিও বাস্তবে রাজনৈতিক সফরে পরিণত হয় এবং তাঁর ইসলামী দাওয়াত ঐ পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই গৌণ হয়ে পড়ে। জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত অর্থে কোন কালেই নিছক 'রাজনৈতিক' দল ছিল না। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী জীবন বিধানকে কায়েমের আন্দোলনই জামায়াতের লক্ষ্য। ফলে দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন থেকে আলাদা হয়ে থাকা জামায়াতের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যখন এ দেশে জামায়াতে ইসলামী প্রসার লাভ শুরু করে তখন থেকেই এমন সব রাজনৈতিক মত ও পথ দেশকে দোলা দিতে থাকে যে জামায়াত তার বুনিয়াদী ইসলামী দাওয়াত ও কর্মসূচীকে জন-গণের নিকট পেশ করার জন্য কোন শান্ত-সুস্থ পরিবেশই পায়নি। রাজনৈতিক ইস্যুতে জামায়াতের যে বক্তব্য তা খুব বড় করে দেখা হয়েছে এবং জামা-য়াতের মূল দাওয়াতকে নিরপেক্ষ মনে বিবেচনার সুযোগ খুব কমই হয়েছে। মাওলানা মাওদুদী যতবার এ দেশে সফর করেছেন ততবারই কোন না কোন রাজনৈতিক ইস্যু গোটা পরিবেশকে অশান্ত করে রাখায় তিনি এ দেশে প্রধানতঃ একজন রাজনীতিবিদ হিসাবেই পরিচিত হয়ে গেছেন। এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি সকল দেশে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে যে বিরাট শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন, তাঁর সে মহান পরিচিতি থেকে

www.pathagar.com

এ দেশ এখনও বঞ্চিত রয়েছে। এদেশের ইসলাম প্রিয় কোটি কোটি মানুষের জন্য এটা খুবই দুঃখজনক দুর্ঘটনা। মোট কথা বাংলাদেশের সুধী ও বৃহত্তর জনসমাজে ইসলামী আন্দোলন সঠিকরূপে আজও পরিচিত হতে পারেনি।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন

ইসলামী আন্দোলন আজ সকল দেশেই দ্বীনের বিপ্লবী দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ একাই ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী নয়। বিশ্বে ইসলাম বর্তমানে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা বৃহৎ শক্তিগুলোকেও শংকিত করে তুলেছে। বাংলাদেশের এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলনেরই এদেশী রূপ। আধুনিক দুনিয়ায় কোন একটি দেশে এককভাবে কোন বিপ্লব সফল হতে পারে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনও বিশ্বের অনেক দেশের নৈতিক সমর্থন না পেলে সফল হতে পারত না। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য এ কারণেই আমাদের কাম্য। আর তাদের সাফল্য বাংলাদেশেও সাফল্যের প্রেরণা যোগাবে। বিংশ শতাব্দীতে সারা মুসলিম দুনিয়ায় ইসলামের যে নব জাগরণ দেখা যাচ্ছে তা প্রধানতঃ দুজন মহান ইসলামী চিন্তা নায়কের প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরই ফসল। প্রায় একই সময়ে মিসরে ইমাম হাসানুল বান্না (শহীদ) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী যে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন আজ এ দুজনের চিন্তা ধারা ও বিপ্লবী কর্মসূচী দুনিয়ার সব দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এ সময়ে আর যে সব দেশে অন্যান্য ইসলামী চিন্তানায়কের প্রচেষ্টায় স্থানীয়ভাবে ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়েছে সেখানেও এ দুজনের সাহিত্য ও চিন্তাধারা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইমাম হাসানুল বান্নার প্রতিষ্ঠিত ইখওয়ানুল মুসলিমুন এবং মাওলানা মাওদূদীর স্থাপিত জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে কোন এক দেশে সীমাবদ্ধ নয়। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় এ দুটো ইসলামী আন্দোলনের সাহিত্য বহু ভাষায় তরজমা হয়ে ঐ সব দেশের ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সমূহকে চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ দুটো আন্দোলনের মাধ্যমে গড়া কর্মী-বাহিনীর এক বিরাট সংখ্যা বিভিন্ন কারণে প্রায় সব অ-কমিউনিষ্ট দেশেই পৌঁছে গেছে এবং তাদের মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের মধ্যে ধীরেধীরে এ আন্দোলন প্রসারিত হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কোন কর্মী বিশ্বের ঐ সব স্থানে পৌঁছলে দেখতে পাবে যে তাদের ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন কোন না কোন আকারে কাজ করছে। তাই

www.pathagar.com

সর্বত্রই তিনি দ্বীনী পরিবেশ তৈরী দেখতে পাবেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় এ ধরনের পরিবেশ না পেলে মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করা অসম্ভব। মুসলিম দেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা বা বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের জন্যে যারা সেখানে যান তাদের ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র অর্জনের মহাসুযোগ লাভ করা ঐ সব সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ

দুনিয়ার অবস্থা থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখে আমরা যদি নিজের দেশে কিছু করতে চাই তাহলে নিতান্তই বোকামী হবে। আমরা আল্লার রচিত বিধানকেই মানব জাতির জন্য একমাত্র কল্যাণকর ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করি। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের কুফল দেখে বিশ্বে ইসলামী বিপ্লবের যে আওয়াজ উঠেছে তাতে উভয় শিবিরেই আতংক সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা পরস্পর চরম দুশমন হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী শক্তির অগ্রগতি রোধ করার ব্যাপারে উভয়ে একমত। অবশ্য এ বিষয়ে একের কর্মনীতি অপর থেকে ভিন্ন হতে পারে। বাংলাদেশের পক্ষে এদের কোন এক শক্তির আশ্রয় নেয়া আমরা নিরাপদ মনে করি না। মিসর একবার এক পক্ষের আশ্রিত হিসাবে ধোঁকা খেয়ে আবার অন্য পক্ষের কোলে আশ্রয় নিয়ে যে মহা ভুল করেছে তা দেখে বাংলাদেশকে সাবধান হতে হবে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী ইয়াহুদী চক্রান্ত সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ইসলাম বিরোধী এ শিবির দুটোকে প্রতিহত করার জন্য এখন বিশ্বে কোন তৃতীয় শক্তি জাগ্রত হয় নি। তৃতীয় বিশ্বের ঐক্যও সঠিক নেতৃত্বের অভাবে দুর্বল। আর মুসলিম বিশ্বকে ঐ উভয় শিবির বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম বিশ্ব ইসলামের স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা এখনও অর্জন করতে পারে নি। এসব বিষয়কে সামনে রেখে বাংলাদেশে আন্দোলনকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সকল দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দুশমনের রচিত রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার উস্কানিকে উপেক্ষা করতে হবে এবং নিজের পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোন শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া বুদ্ধিমানের পরিচায়ক হবে না।

মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তি দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে যাকে যার সহায়ক মনে করে তার মাধ্যমেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। তাই বিদেশের দালালী সচেতনভাবে না করলেও বিভ্রান্ত হয়ে বা সাময়িক স্বার্থে বৈদেশিক শক্তিকে গোপন বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা কিছুতেই সমীচীন নয়। বিদেশী কোন শক্তির

www.pathagar.com

সহায়তা নিয়ে নিজের দেশের কোন শক্তিকে প্রতিহত করার পরিণাম ইতিহাসে প্রচুর রয়েছে। আমাদের দেশের সব রাজনৈতিক দলকে এ বিষয়ে সজাগ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ইসলামের খেদমত ও ইসলামী আন্দোলন

আল্লার রহমতে বাংলাদেশ ইসলামের খেদমতের দিক দিয়ে বহু মুসলিম দেশ থেকে উন্নত। আর্থিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে নিশ্চয়ই গরীব। কিন্তু ঈমান ও ইসলামের দিক দিয়ে নগণ্য নয়। অগণিত দ্বীনী মাদ্রাসা, লক্ষাধিক মসজিদ, বিপুল সংখ্যক ওয়ায়েজ ও কোরআনের মুফাচ্ছির, ইসলামী সাহিত্য রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনা, হাক্কানী পীর ছাহেবানের হেদায়াত, তাবলীগ জামায়াতের প্রসার ইত্যাদি দ্বীনী খেদমত বাংলাদেশে দ্বীনের পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে।

এই সব দ্বীনী খেদমত নিঃসন্দেহে এদেশের গৌরব। এ সব রকম খেদমতই বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক ও শক্তিবর্ধক। কিন্তু এ সব খেদমতকে সরাসরি ইসলামী আন্দোলন হিসাবে বাতিলপন্হীরা গণ্য করে না। কায়েমী স্বার্থ কোন কর্মতৎপরতাকে অনর্থক বাধা দেয় না। যদি তারা ইসলামের কোন খেদমতের ফলে তাদের গদী বিপন্ন হবার আশংকা করে তখনই বিরোধিতা করা কর্তব্য মনে করে। আর যে সব খেদমতের পরিণামে সে আশংকা নেই মনে করে সে সবের বিরোধিতা করার প্রয়োজন বোধ করে না। তারা ঐ সব খেদমতকে আন্দোলন মনে করে না। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীকে সব সরকারই আন্দোলন মনে করে এর বিরোধিতা করে এসেছে।

"ইকামাতে দ্বীন" ও "ইশায়াতে দ্বীন" এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দ্বীনকে কায়েম করতে চাইলে দ্বীনের প্রচার বা ইশায়াত প্রথম দফা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। ইশায়াত ব্যতীত ইকামাতের কোন উপায়ই নেই। কিন্তু শুধু ইশায়াতের দ্বারাই দ্বীন আপনিই কায়েম হতে পারে না। এর জন্য সংগঠন, ট্রেনিং, কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতার প্রতিরোধ ইত্যাদি অবশ্যই প্রয়োজন। তাই ইসলামের খেদমতে নিযুক্ত যত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি আছে তাদের দ্বারা ইশায়াতের কাজ অবশ্যই হচ্ছে। কিন্তু ঐটুকু খেদমত যতই মূল্যবান হোক শুধু ঐ খেদমতটুকুই ইকামাতে দ্বীন হিসেবে বিবেচিত হয় না। ইশায়াতে দ্বীন ইকামাতে দ্বীনের বা ইসলামী আন্দোলনের একাংশ মাত্র।

ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি

এ কথা সত্য যে প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীন পরিস্থিতি অনুযায়ী সে দেশে ইসলামী আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচী রচিত হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

আন্দোলনের মূল কর্মপদ্ধতি সর্বদেশে সর্বকালে একই। এটা এমন স্থায়ী কর্মপদ্ধতি যা আল্লার নবী ও রাসূলগণকে পর্যন্ত অনুসরণ করতে হয়েছে। দুনিয়ায় যে কোন আদর্শ কায়েমের জন্যও এটাই স্বাভাবিক কর্ম পদ্ধতি। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১। আদর্শ যতই নিখুঁত হোক কোন আদর্শই নিজে নিজে সমাজে কায়েম হতে পারে না। এমন একদল নেতা ও কর্মী বাহিনী তৈরী হওয়া প্রয়োজন যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে ঐ আদর্শ বাস্তবে কায়েম করার যোগ্য।

২। এ ধরনের যোগ্য নেতা ও কর্মীদল আসমান থেকে নাজিল হয় না। মানব সমাজ থেকেই এদেরকে সংগঠিত করে গড়ে তুলতে হয়। আদর্শের আন্দোলন যখন মানুষের নিকট তার দাওয়াত দিতে থাকে তখন সমাজে ঐ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হবার যোগ্য লোকেরা এগিয়ে আসে। আন্দোলনের পরিচালকগণ তাদেরকে সুসংগঠিত করে এক বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের মন, মগজ ও চরিত্র ঐ আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলেন।

৩। প্রত্যেক সমাজেই যেহেতু কোন না কোন বিধান প্রচলিত থাকে এবং সমাজপতিরা (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্ব) সে ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমেই তাদের স্বার্থ কায়েম রাখে, সেহেতু নতুন কোন আদর্শের আন্দোলনকে তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে কায়েমী স্বার্থের এ সংঘর্ষ প্রত্যেক নবীর জীবনেই দেখা গেছে। এ সংঘর্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জরুরী। এ সংঘাতই কর্মীদের জন্য সত্যিকার পরীক্ষা। সমাজের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েও এবং কায়েমী স্বার্থের জেল-জুলুম ও নির্যাতন বরদাশত করেও যারা আন্দোলনে টিকে থাকে তারাই এ আদর্শের যোগ্য বলে প্রমাণিত। এ স্বাভাবিক পরীক্ষা ছাড়া এসব লোক বাছাই করার অন্য কোন উপায় নেই।

৪। আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী তৈরীর এ চিরন্তন পদ্ধতি অবশ্যই সময় সাপেক্ষ। হঠাৎ বা অল্প সময়ে এটা কিছুতেই হতে পারে না। তাই বিশ্ব নবীকে দীর্ঘ ১৩টি বছর ব্যক্তিগঠন পর্যায়ে মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থের সাথে সংঘর্ষ করতে হয়েছিল। নবীর কর্মীবাহিনীকে শেষ পরীক্ষা দিতে হয়েছিল হিজরতের মাধ্যমে। ইসলামের খাতিরে এভাবে যারা বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ ও জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন, তারা প্রমাণ দিলেন যে তাঁদের হাতেই দ্বীন ইসলামের বিজয় সম্ভব। কারণ দুনিয়ার সব কিছুই কেবল আদর্শের জন্যই

www.pathagar.com

তাঁরা ত্যাগ করতে পারেন। এভাবে আন্দোলনের মারফতে একদল ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ কর্মীদল সৃষ্টি করতে বেশ কিছু সময় লাগা স্বাভাবিক।

৫। ব্যক্তি গঠনের এ পর্যায় অতিক্রম করার পরই সমাজ গঠনের সুযোগ হতে পারে। ব্যক্তি গঠনের স্তরকে সংগ্রাম যুগও বলা যায়। সংগ্রাম যুগে তৈরী লোকদের হাতে কোথাও ক্ষমতা অর্পিত হলে আন্দোলনের বিজয় যুগ শুরু হয় এবং তখনই সমাজ গঠন সম্ভব হয়। হিজরতের পর মদীনায় এ সুযোগই রাসূল (ছঃ) পেয়েছিলেন।

আদর্শ কায়েমের যোগ্য লোকের হাতে যে পর্যন্ত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব না আসে সে পর্যন্ত আদর্শ বাস্তবে কায়েম হতে পারে না। যারা ইসলামকে জানেনা বা জানলেও নিজেদের জীবনে মানে না তাদের দ্বারা কি করে ইসলাম কায়েম হতে পারে? যারা নিজেদের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম কায়েমে-ব্যর্থ তারা সমাজে ইসলামের খেদমতের কোন যোগ্যতাই রাখে না। যারা নিজের সাড়ে তিন হাত দেহের উপর ইসলাম কায়েমে ব্যর্থ তারা দেশে কি করে এত বড় কাজ করবে।

৬। ইসলামের খেদমত ও ইসলামী আন্দোলনে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সাথে প্রচলিত ক্ষমতাসীন ও কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু ইসলামের যে সব খেদমত সম্পর্কে কায়েমী স্বার্থ বিচলিত নয় সে সবের সংগে তাদের সংঘাত হয় না। ইসলামের ঐ সব খেদমত পরোক্ষভাবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক হতে পারে। কিন্তু ঐ খেদমত সমূহ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে দিতে পারে বলে আশংকা না করলে কায়েমী স্বার্থ তাদেরকে বাধা দেয় না। যদি কোন দাওয়াত ও কর্মসূচী সম্পর্কে কায়েমী স্বার্থের ধারণা হয় যে তা দ্বারা তাদের পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনশক্তি গড়ে উঠবে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা সে আন্দোলনকে বরদাশত করে না।

সত্যিকার পূর্ণাংগ ইসলামী আন্দোলন প্রকৃতিগতভাবেই বিপ্লবাত্মক। আল্লার দাসত্ব ও রাসূল (ছঃ) এর নেতৃত্বের ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গঠন করার বিপ্লবী কর্ম পদ্ধতি ও কার্যসূচীই নবীদের প্রধান সুন্নাত। আল্লাহ ও রাসূল (ছঃ) এর আনুগত্যহীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনই ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য। আন্দোলনকে কোরআন পাকের ভাষায় 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' বলা হয়। ইসলামী আন্দোলন এরই স্বার্থক অনুবাদ।

৭। ইসলামী আন্দোলন সঠিক কর্মপদ্ধতি ও কার্যসূচী নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রাম-যুগ অতিক্রম করা সত্ত্বেও এবং ইসলাম কায়েমের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী-দল সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত বিজয় যুগ নাও আসতে পারে।

www.pathagar.com

অবশ্যই ঈমানদার ও সৎ কর্মশীল এক জামায়াত লোক তৈরী হলে ইসলামের বিজয়ের প্রথম শর্ত পূরণ হয়। কিন্তু যে সমাজে ইসলামী বিধান কায়েমের চেষ্টা চলে সে সমাজের বৃহত্তর জনসংখ্যা যদি আদর্শের সক্রিয় বিরোধী হয় তাহলে বিজয় সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর তৈরী যে নেতৃত্ব ও কর্মীদল মদীনায় ইসলাম কায়েম করতে সক্ষম হলেন তারা মক্কায় কেন অক্ষম হলেন ? এ থেকে এ কথা প্রমাণ হয় যে, ইসলাম বিরোধী জনতার উপর ইসলাম কায়েম করা যায় না। বৃহত্তর জন-সমর্থন যখনই পাওয়া যাবে তখন ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সমাজের অধিকাংশ লোক নিষ্ক্রিয় থাকা অবস্থায়ও বিজয় সম্ভব।

আল্লার অনেক রাসূলের জীবনে এ কারণেই আন্দোলন বিজয় লাভ করতে পারেনি। এটা তাঁদের ব্যর্থতা নয়। তাঁদের চেয়ে যোগ্য কে হতে পারে ? দ্বীন ইসলাম কায়েমের দ্বিতীয় শর্ত হল জনগণের কমপক্ষে পরোক্ষ সমর্থন। প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী জন সমষ্টির উপর ইসলাম কায়েম হতে পারে না।

এ কথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসলামী আন্দোলনের কাজ হলো প্রথম শর্ত পূরণের চেষ্টা করা অর্থাৎ বাতিল শক্তির সাথে মোকাবিলা করে সমাজের মধ্য থেকে এক দল বিপ্লবী মুজাহীদ তৈরী করা। যদি এশর্ত পূরণ হয় এবং দ্বিতীয় শর্তও উপস্থিত থাকে তাহলে ঐ মুজাহীদ দলকে নেতৃত্ব দান করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজ হাতে রেখেছেন। কিভাবে, কি পন্থায়, কখন তিনি নেতৃত্ব দান করবেন তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। নেতৃত্ব দান করার দায়িত্ব আল্লারই। কোন অস্বাভাবিক ও কুটিল পন্হায় নেতৃত্ব হাসিল করার চেষ্টা ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্হা হতে পারে না। আল্লাহ পাক কোরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض

"আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে তিনি অবশ্যই দুনিয়ার খেলাফত দান করবেন।"

উপরোক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ না করে কোন না কোন প্রকারে ক্ষমতা হাসিল করলে যদি ইসলামকে কায়েম করার উদ্দেশ্য সফল হতো তাহলে রাসূল (ছঃ) কে মক্কার কাফের নেতারা ইসলামের দাওয়াত পরিত্যাগ করে বাদশাহী কবুল করার যখন আহবান জানাল তখন তিনি ক্ষমতা হাতে নিয়ে কোন কৌশলে ইসলাম কায়েমের কথা নিশ্চয়ই বিবেচনা করতেন। একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বদলিয়ে নতুন আদর্শ কায়েমের উপযোগী একদল নিঃস্বার্থ লোক ছাড়া এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। আর মজার ব্যাপার এই যে, এ ধরনের লোক অনৈসলামী সমাজ থেকেই ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। কারণ পার্থিব কোন স্বার্থের টানে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে কারো এগিয়ে আসা অস্বাভাবিক। যারা কায়েমী স্বার্থের বাধা ও জুলুমকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসে তারাই নতুন আদর্শের উপযোগী। সংগ্রাম যুগেই এ ধরনের লোক বাছাই করা সম্ভব। বিজয় যুগে সুবিধাবাদী লোকও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তখন নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী বাছাই করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্যই বিজয়ের পর আদর্শিক আন্দোলন ক্রমে স্বার্থপরদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী

বিশ্বে এ শতাব্দীর স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদীর বিপ্লবী চিন্তাধারা ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ইসলামী আন্দোলন চলছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 'জামায়াতে ইসলামী' নামে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় আন্দোলনের কাজ হচ্ছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকাকালে এখানেও এ নামেই আন্দোলন হয়েছে। শাসনতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হওয়ায় এবং রাজনৈতিক দল বিধি বাতিল হওয়ার ফলে একটি সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী নতুনভাবে, নতুন উদ্দমে ও নতুন পরিবেশে কাজ শুরু করছে।

আদর্শিক আন্দোলন কর্মীবাহিনীর মাঝেই বেঁচে থাকে। আদর্শ কোন সাইন-বোর্ড ছাড়াই কর্মীদের কথা, কাজ ও চরিত্র দ্বারা প্রচারিত প্রসারিত হতে সক্ষম এবং সব অবস্থায়ই এমনকি জেলেও অনেককে প্রভাবিত করতে পারে। এভাবে আদর্শের নিষ্ঠাবান কর্মীদের সংস্পর্শে নীরবে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য জামায়াতে ইসলামী বে-আইনী থাকাকালে এর কর্মীদের পক্ষে সুসংগঠিত আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তারা নিজ নিজ এলাকায় সাধ্যমত দ্বীনের খেদমত করার চেষ্টা করেছেন।

১৯৭৯ এর ফেব্রুয়ারীতে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলবিধি বাতিল করা হলে জামায়াতে ইসলামী নতুনভাবে শুরু হবার সুযোগ পেয়েছে। এর কয়েক মাস পূর্বে উক্ত দল-বিধি অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন শুরু করার অনুমতির জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হয়েছিল। নানা অজুহাতে সরকার অনুমতি দেননি। আল্লার দ্বীনের বিজয়ের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন তার গতি ও প্রকৃতিই আলাদা। তাই অনুমতি না পাওয়ার জন্য আল্লার শুকরিয়া আদায় করি। সরকারী অনুমতি নিয়ে "জামায়াতে ইসলামী"-র মতো বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন শুরু করা কোন ক্রমেই আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় ছিল না বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

এ আন্দোলনের সূচনায় ১৯৪১ সালে যে দাওয়াত ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার মূল বক্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখেই এর দফা ও ভাষা বিভিন্ন দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা আন্দোলনের স্বার্থেই প্রয়োজন হতে পারে। আন্দোলনের দায়িত্বশীল সংগঠনই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী।

১৯৪১ সালে অবিভক্ত ভারতে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়। '৪৭ সালে ভারত বিভাগের সাথে সাথে জামায়াতও বিভক্ত হয় এবং দু' দেশের জামায়াত পৃথকভাবে নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী দাওয়াত ও কর্মসূচী প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ এখন একটি আযাদ দেশ হিসাবে এখানকার জামায়াত নিজস্ব পরিবেশেই স্বাধীনভাবে নতুনকরে দাওয়াত ও কর্মসূচীর ভাষা দিলেও মূল দাওয়াত ও কর্মসূচীর শাশ্বত রূপ বহাল থাকবে।

জামায়াতের তিন দফা দাওয়াত

জামায়াতে ইসলামী মানুষকে কোন নতুন বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেয় না। আবহমানকাল থেকে আল্লার পক্ষ থেকে নবীগণ মহান প্রতিপালকের দাসত্ব করার যে চিরন্তন দাওয়াত দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামী সে দাওয়াতই দেয়। নবীগণের দাওয়াতে যারা সাড়া দিয়েছেন তাদের জীবনকে শিরক ও পংকিলতা থেকে তাঁরা পাক করেছেন। যখন প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য সাথী যোগাড় হয়েছে তখন সমাজ থেকে খোদাদ্রোহী ও অসৎ লোকের নেতৃত্ব খতম করে আল্লার জমীনে আল্লার বান্দাদের দ্বারা আল্লার আইন চালু করেছেন। নবীদের ঐ দাওয়াত ও কার্যক্রমকে জামায়াতে ইসলামী সুস্পষ্ট ভাষায় তিনটি দফায় পেশ করে থাকে।

সাধারণতঃ সকল মানুষের নিকট এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের নিকট জামায়াতে ইসলামী নিম্নরূপ দাওয়াত দেয় ঃ

এক ঃ দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করুন এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে একমাত্র মনিব ও তাঁর রাসূল (ছঃ) কে অনুকরণযোগ্য একমাত্র আদর্শ মানব মেনে নিন।

দুই ঃ আপনি সত্যিই ইসলামের দাবীদার হলে আপনার বাস্তব জীবন থেকে ইসলামের বিপরীত চিন্তা, কাজ অভ্যাস ও যাবতীয় মুনাফেকী দূর করুন।

তিন ঃ খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে চাইলে জামায়াতবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করুন যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ঈমানদার, খোদাভীরু,

www.pathagar.com

চরিত্রবান ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব কায়েম হয় এবং অসৎ, খোদাদ্রোহী ও খোদাবিমুখ নেতৃত্ব খতম হয়।

জামায়াতের চার দফা কর্মসূচী

জামায়াতে ইসলামী একটি বিজ্ঞান সম্মত বিপ্লবী আন্দোলন। জামায়াত হৈ-হাংগামার মাধ্যমে বিপ্লব সাধন করতে চায় না। স্থায়ী, ফলপ্রসূ ও কল্যাণ-কর বিপ্লবের জন্য প্রথমে মানুষের চিন্তধারা সঠিক খাতে প্রবাহিত হতে হবে। চিন্তা-শক্তিই মানুষের পরিচালক। যারা চিন্তার ক্ষেত্রে ঐক্যমতে পৌঁছে তাদেরকে সুসংগঠিত করে আন্দোলনের যোগ্য নেতা ও কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে সমাজের খেদমতে নিযুক্ত করে সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও সমাধান পেশ করার যোগ্য নিঃস্বার্থ খাদেমরূপে তৈরী করতে হবে। এর পর যখনই আল্লাহপাক সুযোগ দেন তখন জনসমর্থন নিয়ে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ করে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। এসব কর্মধারাকে জামায়াত চারটি দফায় নিম্নরূপ-ভাষায় প্রকাশ করেঃ

১। দাওয়াত ও তাবলীগ—ইসলাম প্রচার ও আল্লার দিকে আহবানঃ

(ক) কোরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা গড়ে তুলবার বাপক আন্দোলন চালানো।

(খ) আধুনিক গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফসলকে ইসলামের কষ্টি পাথরে যাচাই করে গ্রহণ ও বর্জনের নীতি চালু করা। অন্ধভাবে সবই গ্রহণ বা সবই ঘৃণাভরে বর্জন না করে জ্ঞান, যুক্তি ও কল্যাণের দৃষ্টিতে বিচার করে গ্রহণ বা বর্জন করা।

(গ) বর্তমান যুগের যাবতীয় সমস্যার ইসলামী সমাধান পেশ করে প্রচলিত অন্যান্য মতবাদের ভুল ধরিয়ে দেয়া।

এ তিন ধরনের কাজের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের জ্ঞান বিতরণ ও সে জ্ঞান ভিত্তিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের দাওয়াতই জামায়াত দিয়ে থাকে।

২। তানযীম ও তারবীয়াত—সংগঠন ও প্রশিক্ষণঃ

(ক) ইসলামের প্রতি আগ্রহশীল, সমাজ সচেতন, সৎলোকের সন্ধান ও সংগঠন।

(খ) বাস্তবমুখী কার্যক্রমের মারফতে তাদেরকে আল্লার খাঁটি গোলাম ও দ্বীনের যোগ্য খাদেম বানাবার জন্য উপযোগী তারবিয়াত বা ট্রেনিং দান।

www.pathagar.com

(গ) চরিত্রবান কর্মী বাহিনী তৈরী করে সমাজকে সৎনেতৃত্ব দানের ব্যবস্থা করা।

৩। ইসলাহে মোয়াশারা—সমাজ-সংস্কার ঃ

(ক) সমাজ গঠন ও সমাজ সেবার সকল রকম কাজের মাধ্যমে দেশকে এবং দেশবাসীকে উন্নত করার চেষ্টা।

(খ) সকল পেশা, শ্রেণী ও স্তরের লোকদেরকে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে সমাজ সচেতন করা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

(গ) জনগণকে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধে নিয়মতান্ত্রিক-ভাবে নিয়োজিত করা।

৪। ইসলাহে হুকুমাত—সরকার ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার ঃ

(ক) আভ্যন্তরীণ শাসন শৃংখলা, বৈদেশিক নীতি, আইন-কানুন জনগণের নৈতিক ও পার্থিব উন্নতি, শিক্ষা-ব্যবস্থা, উন্নয়নমূলক কাজ ও দেশের সঠিক উন্নতি সম্পর্কে ইসলামের আলোকে সরকারকে উপযুক্ত পরামর্শ দান করা।

(খ) খোদাদ্রোহী, ধর্মনিরপেক্ষ, অসচ্চরিত্র নেতৃত্বের অপসারণ ব্যতীত সমাজের পূর্ণরূপ সংশোধন অসম্ভব। তাই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আরম্ভ করে সকল সরকারী দায়িত্ব থেকে এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অপসারণের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ নেতৃত্ব কায়েম করা।

(গ) যুক্তি ভিত্তিক রাজনীতির প্রচলন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ ও অস্ত্রের ব্যবহার রোধ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে একনায়কত্বের অবসান ঘটাবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণ আন্দোলন করা।

(ঘ) রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদেরকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল স্তরের নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য লোককে বিজয়ী করার চেষ্টা। যেখানে জামায়াতে ইসলামীর তৈরী লোককে অন্যদের চেয়ে অধিকতর যোগ্য মনে করা হবে সেখানে তাকেই নির্বাচিত হবার সুযোগ দান করা।

জামায়াতে ইসলামীর প্রকৃত পরিচয়

উপরোক্ত তিন দফা দাওয়াত ও চার দফা কর্মসূচী থেকে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে ঃ

১। এ জামায়াত মূলতঃ একটি পূর্ণাংগ ইসলামী আন্দোলন। এর ব্যাপকতা ততটুকুই যতটুকু ইসলাম ব্যাপক। ইসলাম যেহেতু মানব জীবনের সব ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত, জামায়াতও ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারী হিসাবে গোটা **ইসলামকে কায়েম করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।**

www.pathagar.com

২। এ জামায়াত স্বাভাবিক গতিতে সমাজ বিপ্লব সৃষ্টি করতে চায়। তাই এর কার্যক্রম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। সে হিসাবে জামায়াতকে প্রধানতঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলা যায়।

৩। এ জামায়াত রাজনীতি বর্জিত নিছক ধর্মীয় সংগঠন নয়। বিশ্ব-নবীর আন্দোলন যদি ধর্ম সর্বস্ব হতো তাহলে বাতিল রাজশক্তির সাথে তার সংঘর্ষ হতো না বা মদীনায় তিনি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতেন না। জামায়াত ততটুকুই রাজনীতি করা ফরজ মনে করে যতটুকু রাসূল (ছঃ) করেছেন। তাই জামায়াত রাজনীতি প্রধান দল নয়। প্রত্যক্ষ রাজনীতি জামায়াতের চার দফা কর্মসূচীর চতুর্থ দফা মাত্র। অর্থাৎ জামায়াতের গোটা কার্যক্রমের এক চতুর্থাংশ মাত্র "প্রত্যক্ষ রাজনীতি"। আর সে রাজনীতিও একমাত্র ইসলামী নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লাগামহীন রাজনীতি, মিথ্যার রাজনীতি ও ধোঁকাবাজীর রাজনীতি জামায়াতের ত্রিসীমানায়ও ঘেষতে পারে না।

৪। এ কথা অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ যে কালেমায়ে তাইয়েবাও রাজনীতি বর্জিত নয়। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই বলে কালেমার যে প্রথম স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিম হতে হয় সেটুকুতে কি রাজনীতি নেই? আল্লার হুকুমের বিপরীত কারো হুকুম পালন না করার ঘোষণাই কালেমায় রয়েছে। সুতরাং সঠিক মর্ম বুঝে কালেমা তাইয়েবাকে কবুল করা মানে অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। তাই রাজনীতি শুরু থেকেই মুসলিম জীবনের অংশ। তবু জামায়াতে ইসলামীর কার্যসূচীতে "সরাসরি রাজনৈতিক প্রোগ্রাম" ৪র্থ দফায়ই শুধু রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর উদার মনোভাব

আল্লার পরিপূর্ণ দ্বীন এবং রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) এর পূর্ণাংগ জীবনাদর্শ মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার কঠিন ও মহান ব্রত নিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাতিল শক্তির মুকাবিলায় ময়দানে এক সংগ্রামী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আরও যত জামায়াত এ উদ্দেশ্যে কাজ করবে তাদেরকে আমরা মুবারকবাদ জানাব। আমাদের কোন দোকানদারী মনোবৃত্তি নেই। অন্য কোন জামায়াত কাজ করলে আমাদের গ্রাহক কমে যাবে বলে আমরা কখনও মনে করি না। দেশে ইসলামের যত মুখলিস মানুষ আছে তাদেরকে আমরা অন্তর দিয়ে মুহাব্বাত করি। তাদের ভালবাসাও আমরা কামনা করি।

আমাদের ভুলত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোরআন ও সুন্নার যুক্তি দ্বারা যারা ভুল ধরিয়ে দেবেন তাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা যে

www.pathagar.com

কঠিন দায়িত্ব হাতে নিয়েছি তা যেন সঠিকভাবে আমরা পালন করতে পারি সেজন্য সকল দ্বীনী ভাই থেকে আমরা পরামর্শ ও দোয়া চাই। আমরা নিজেদেরকে একাজের সত্যিকার যোগ্য মনে করি না। আল্লাহতায়ালা দয়া করে এ কাজে লাগিয়েছেন বলে তার অসীম মেহেরবানীর উপর ভরসা করে কাজ করে যাচ্ছি। যে দয়ার দ্বারা তিনি কাজে লাগার তৌফিক দিয়েছেন সে দয়া দ্বারা যেন আমাদেরকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেন তাঁর নিকট হামেশা এ দোয়াই করি। আমাদের দ্বারা দ্বীনের কোন ক্ষতি যাতে না হয় সে জন্যও তাঁর নিকট আবেদন জানাই। আসমানের নীচে ও জমীনের উপর ইকামাতে দ্বীনের চেয়ে কঠিন কোন কাজ যে আর নেই সে অনুভূতি আমাদেরকে পেরেশান ও সচেতন করে রাখে।

বাংলাদেশে আল্লার ফজলে বহু যোগ্য দ্বীনী আলেম, মুত্তাকী–আবেদ ও উন্নত ইসলামী চরিত্রের লোক আছেন। ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যাদেরকে আল্লাহ পাক ইখলাস দান করেছেন তাদের সবার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই যে শতকরা ৮৭ জন মুসলমান থাকা সত্ত্বেও মুখলিসীনে দ্বীনের জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টা নেই বলে সুসংগঠিত ইসলাম বিরোধী শক্তি আজ দেশে এতটা দাপট দেখাচ্ছে। এদের মুকাবিলা করার শক্তি দেশে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। এ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

যদি কেউ সত্যি ইখলাসের সাথে মনে করেন যে জামায়াতে ইসলামী ইসলামের সঠিক পথে নেই তাহলে ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচী নিয়ে তারা ময়দানে আসলে ইসলামী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। তারা ময়দানে অধিকতর যোগ্যতার সাথে কাজ করতে পারলে আমাদের যোগ্যতার অভাবে ইসলামী আন্দোলনের যে ক্ষতি হতে পারে তা তাদের দ্বারা পূরণ হলে এটাকে আমরা আল্লার মেহেরবানী মনে করব। জামায়াতে ইসলামী ইসলামের সঠিক পথে চলছে না বলে সত্যিই যদি তাঁরা মনে করেন তাহলে তাঁদের দাওয়াত ও সংগঠন ময়দানে থাকলে মানুষ তুলনা করার সুযোগ পাবে এবং অধিকতর ভাল জিনিষ পেলে সেটাই সবাই গ্রহণ করবে। কিন্তু ময়দানে ইসলামের সঠিক রূপ পরিবেশন না করে জামায়াতের বিরুদ্ধে শুধু ফতোয়া প্রচার করা দ্বারা দ্বীনের কোন উপকার হতে পারে না। ইসলাম বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় সংগঠনবদ্ধ আন্দোলন না করে যারা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে প্রচার করেন তাঁরা ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করে বাতিলকেই শক্তিশালী হবার সুযোগ দিচ্ছেন। একথাটা বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য তাঁদের দ্বীনী মজবার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

এর পরও জামায়াতের পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি যে তাঁরা আমাদের সংশোধনের জন্য যে সমালোচনা করবেন তা আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব এবং কোরআন ও সুন্নার আলোকে তা সঠিক বলে বুঝতে পারলে আমরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করব। আর যদি জনসাধারণকে আমাদের থেকে দূরে রাখার জন্য গালিগালাজ বা ফতোয়া প্রচার করেন তাহলে তাঁদের সম্বন্ধে আমরা নীরব থাকাই কর্তব্য মনে করব। তাঁদের সাথে ঝগড়া করা বা তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু করবার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। আমরা তাঁদেরকে শত্রু মনে করি না এবং তাঁদেরকে পরাস্ত করার কোন প্রয়োজনও বোধ করি না। তাঁদের ব্যাপারটা আল্লার আদালতে ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে আমাদের কর্তব্য পালন করে যাব। অবশ্য জনগণকে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচাবার প্রয়োজনে যুক্তির সাহায্যে অপপ্রচারের জওয়াবও দেয়া যেতে পারে।

আজ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কোন ইসলামী দল বা সংগঠনের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ প্রচার করা হয়নি। ইসলামের খাদেমদের বিরুদ্ধে কোন ফতোয়া দেয়ার কাজ আমরা কখনই করি না। জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত কোন লেখক নীতিগতভাবে বা কোরআন হাদীসের যুক্তির ভিত্তিতে কোন মত ও পথকে ভুল বলে থাকলে সেটা তার ব্যক্তিগত চিন্তাধারা হতে পারে। সেটাকে জামায়াতের কাজ বা জামায়াতের মত বলে মনে করা অন্যায়। জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত লোকদের চিন্তার আজাদী অবশ্যই আছে। জামায়াতের কোন নেতার মতামতও জামায়াতের মত বলে মনে করা উচিত নয়। জামায়াতের মজলিসে শূরার প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত ও মতামতই জামায়াতের কর্মীদের জন্য অনুসরণ যোগ্য। জামায়াতের কোন নেতার লেখা বা চিন্তাধারা অন্ধ ভাবে অনুসরণ করার কোন ঐতিহ্য জামায়াতে প্রচলিত নেই। জামায়াতের গঠনতন্ত্র, মেনিফেস্টো, প্রস্তাবাবলী, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি আপত্তিকর হলে আমাদেরকে জানান এবং সংশোধনের সুযোগ দিন। কোন ব্যক্তির মতের জন্য জামায়াতকে দায়ী করবেন না।

জামায়াতে ইসলামীতে মাযহাবের অনুসারী লোক যেমন আছে তেমনি আহলে হাদীসের লোকও আছে। জামায়াতে ইসলামী সংগঠন হিসাবে কোন এক মাযহাবের ফেকাহকে কর্মীদের উপর বাধ্যতামূলক করেনি। আহলে সুন্নাত আল-জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত সব মুসলমানই জামায়াতে শামিল হতে পারে।

জামায়াতের গঠনতন্ত্রে কালেমা-তাইয়েবার ঐ ব্যাখ্যাই দেয়া হয়েছে যা আহলে সুন্নাত আল জামায়াতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা। আমরা সব মাযহাবকেই হক মনে করি। আহলে হাদীসকেও আমরা হকপন্থী বলে বিশ্বাস করি।

www.pathagar.com

কোরআন ও সুন্নার অনুসরণই আমাদের উদ্দেশ্য। কোন বিশেষ এক মাযহাবের প্রচার জামায়াতের কর্মসূচীতে নেই। জামায়াতে ইসলামীর পৃথক কোন মাযহাব নেই। জামায়াতের কর্মীরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন মাযহাবের অনুসারী হতে পারে।

জামায়াতের কর্মী ও সমর্থকদের নিকট বিশেষ আবেদন

ইসলামের প্রতি মানুষের যত আন্তরিকতাই থাকুক এবং রাসূল (ছঃ)-এর প্রতি তাঁদের ভালবাসা যত গভীরই হোক, আপনারা ইসলামের পথে কাজ করছেন বলেই মানুষ আপনাদের মুখের কথায় জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আকৃষ্ট হবে না। আপনারা জানেন যে ইসলামপ্রিয় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত ইসলামের বিজয় সম্ভব নয়।

১। সুতরাং আপনি জামায়াতের সদস্য হোন বা সহযোগী সদস্য হোন জামায়াতের লোক হিসাবে সমাজে পরিচিত হওয়ায় আপনার উপর ইসলামের এক বিরাট দায়িত্ব এসে গেছে। আপনার কার্যকলাপ, আচার ব্যবহার, লেন-দেন, আপনার গোটা চরিত্র সমাজের নিকট জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করছে। আপনার কারণে যদি কোন ব্যক্তি জামায়াত সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে তাহলে আল্লার নিকট অবশ্যই আপনাকে দায়ী হতে হবে। আপনার চরিত্র দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যদি কেউ জামায়াতে শামিল হয় তাহলে এর বিরাট প্রতিদান যেমন আল্লার কাছে পাবেন, তেমনি কেউ আপনার মধ্যে খারাবী দেখে যদি দূরে সরে যায় তাহলে এর জন্য অবশ্যই আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তাই আপনি যদি জামায়াতকে ভালবাসেন তাহলে আল্লার নিকট প্রিয় হবার জন্য নিজকে সংশোধন করার ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিন।

২। একথা অবশ্যই বিশ্বাস করবেন যে অনৈসলামী সমাজে নিজকে সংশোধন করার সবচেয়ে বড় উপায় হলো দাওয়াতে দ্বীনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করা। মানুষকে আল্লার দ্বীনের দিকে যত বেশী ডাকবেন এবং অন্যদেরকে আল্লার দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের দিকে যত বেশী টানবেন, ততই আপনার নিজকে সংশোধন করার যোগ্য পাবেন। দাওয়াতের কাজ প্রবৃত্তি দমনে বিরাটসহায়ক। নবীর নিকটথেকে যারা কালেমা তাইয়েবা কবুল করেছেন তাঁদের পয়লা কাজই ছিল ঐ কালেমার দাওয়াত অন্যের নিকট পেঁছানো।

৩। নিজের ভেতরের শয়তান বা নাফসকে পরাস্ত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো নামাজ ও রোজা। বাইরের শয়তানের সাথে লড়াই করার যোগ্য হতে হলে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে জামায়াতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করা অত্যন্ত জরুরী। ফরজ নামাজ একা পড়ার অভ্যাস অত্যন্ত মারাত্মক রোগ।

www.pathagar.com

বিশেষ করে ফজরের নামাজ জামায়াতে আদায় করা সত্যিকার নামাজীর লক্ষণ।

৪। দ্বীনের ইলমই দুনিয়ায় আল্লার শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত। আর কোর-আন ও হাদীসই সে ইলমের উৎস। তাই যারা ইসলামী আন্দোলনের যোগ্য কর্মী হতে চান তাদেরকে এদিকে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। দ্বীনের মজবুত ইলমই সত্যিকার খোদাভীরু বানায়। আর আল্লার ভয় বা তাকওয়াই মুমিনের প্রধান পুঁজি।

৫। আপনাদেরকে সর্বশেষে একটি কথা হামেশা মনে রাখার জন্য অনু-রোধ করছি। জামায়াতে ইসলামী ঈমান, ইলম ও আমলের এক আন্দোলন। সমাজের সর্বত্র এ আন্দোলনের ফলে ঈমানের তাকিদ, ইলমের চর্চা ও আমলের প্রসার যে হারে বৃদ্ধি পায় সে মানদণ্ডেই আপনারা নিজেদের তৎপরতার হিসাব নেবেন।

www.pathagar.com

মোনাজাত

ইয়া রাব্বাল আলামীন! তোমার যে মেহেরবানী দ্বারা আমাদেরকে তোমার দ্বীনের কাজে লাগার তৌফিক দিয়েছ, সে মেহেরবানী দ্বারা আমাদের মধ্যে এ কাজের প্রয়োজনীয় সব রকম গুণাবলী ও যোগ্যতা দান কর। আমাদের সমস্ত দোষত্রুটি সংশোধন করতে সাহায্য কর যাতে আমাদের দ্বারা তোমার মহান দ্বীনের কোন ক্ষতি না হয়।

ইয়া আল্লাহ! দেশে তোমার দ্বীনের যত মুখলিস বান্দা আছেন তাদেরকে আমাদের সাথী বানাও। তাদের সাথে আমাদের মহব্বত বাড়িয়ে দাও। তাদের মধ্যে যারা আমাদের চেয়ে যোগ্য তাদের ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হবার তৌফিক দাও এবং আমাদের সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করে দাও।

ইয়া রাহমান! এ দেশের সমস্ত ইসলাম পন্থীদেরকে ঐক্যবদ্ধ হবার তৌফিক দাও এবং দ্বীনী শক্তি বাড়িয়ে দাও যাতে বেদ্বীনদের অনিষ্ট থেকে তোমার দ্বীনকে হেফাজত করা আসান হয়।

ইয়া মাওলা! দুনিয়ার সর্বত্র যারা যেখানে ইখলাসের সাথে তোমার দ্বীনের যতটুকু খেদমত করছেন তাদের সে খেদমতকে কবুল কর এবং সমস্ত খাদেমে-দ্বীনের মধ্যে মহব্বত পয়দা কর।

ইয়া রাহমানার রাহীম! যেসব দেশে তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করে মানব জাতির নিকট ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সত্যিকার আদর্শ নমুনা পেশ করার চেষ্টা চলছে তাদেরকে তুমি সাহায্য কর এবং তাদেরকে ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা দান কর। তাদের ভুলভ্রান্তি থেকে তুমি ইসলামকে হেফাজত কর।

ইয়া করীম! বাংলাদেশের উপর তোমার খাস রহমত নাজিল কর। যেসব কারণে তোমার গজব আসে সে সবকে দূর করার জন্য ঈমানদারদেরকে সাহায্য কর। তোমার নবীর কোটি কোটি উম্মত এদেশে থাকা অবস্থায় তাদের উপর বেদ্বীনদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিও না।

ইয়া মালেকাল মুলক! যাদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে তাদেরকে তোমার দাসত্ব ও নবীর আদর্শ গ্রহণ করার তৌফিক দাও। দেশ ও জাতির কল্যাণ করার তাদের যোগ্যতা দাও। তাদের ক্ষতি থেকে দেশকে বাঁচাও। যদি তাদের সংশোধনের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে দায়িত্ব থেকে তাদেরকে অপসারণ কর এবং সৎকর্মশীলদের হাতে এ দায়িত্ব অর্পণ কর। **—আমীন**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌পাক ওয়াদা করেছেন যে তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে তিনি অবশ্যই দুনিয়ার খেলাফত দান করবেন।

আল-কোরআন

www.pathagar.com

বাংলাদেশ
ও
জামায়াতে ইসলামী

প্রকাশনী বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ